শ্রীশ্রীচণ্ডী

পঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীশ্রীচণ্ডী

পঞ্চানন তর্করত্ন

সারস্বত প্রকাশন

বিদ্যাবাচস্পতি অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়
saraswat-prakashan.weebly.com
saraswatprakashan07@gmail.com
পাণ্ডুয়া, ভারত

Free EPUB
২৪ অক্টোবর ২০২৪
প্রথম সংস্করণ

আমাদের প্রকাশিত বই

<u>ইংরেজি</u>
ঈশ উপনিষদ
গীতা
শ্রীশ্রীচণ্ডী
রামায়ণ
দেবী গীতা

<u>বাংলা</u>
পাতঞ্জল যোগসূত্র
শিকাগো বক্তৃতা
কণিকনীতি

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভ বধ

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুরের সৈন্য ধ্বংস

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর বধ

চতুর্থ অধ্যায়—দেবীস্তব

পঞ্চম অধ্যায়—দেবীর সাথে অসুরদূতের কথোপকথন

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচন বধ

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ড বধ

অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ বধ

নবম অধ্যায়—নিশুম্ভ বধ

দশম অধ্যায়—শুম্ভ বধ

একাদশ অধ্যায়—দেবীর বরদান

দ্বাদশ অধ্যায়—দেবীমাহাত্ম্য ফলশ্রুতি

ত্রয়োদশ অধ্যায়—দেবীমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

- সংস্কৃত স্তব
  - প্রথম স্তব
  - দ্বিতীয় স্তব
  - তৃতীয় স্তব
  - চতুর্থ স্তব
  - দেবীসূক্ত
- বাংলা অর্থসহ সংস্কৃত স্তব
  - প্রথম স্তব

দ্বিতীয় স্তব
তৃতীয় স্তব
চতুর্থ স্তব
দেবীসূক্ত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীচণ্ডী হিন্দুদের, বিশেষতঃ শাক্তদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, হিন্দুদের মূলত তিনটি শাখা বর্তমানে আছে— শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব। এদের মধ্যে শাক্ত হচ্ছে তারাই, যারা মাতৃশক্তির আরাধনা করে। বাঙালী হিন্দুরা মূলত শাক্ত; দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবীদের পুজো করে থাকে। এছাড়া চৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং পরবর্তীকালে 'ইস্‌কনের' প্রভাবে (যা চৈতন্যদেবের ভাবধারাই প্রচার করে থাকে) কিছু বৈষ্ণব আছে।

এই শাক্তদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ হল শ্রীশ্রীচণ্ডী। শ্রীশ্রীচণ্ডী 'দেবীমাহাত্ম্য' বা 'দুর্গা-সপ্তশতী' নামেও পরিচিত। এমন কোন হিন্দু বাঙালী বোধহয় নেই, যে দুর্গাপুজোর আগে মহালয়ার সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনেনি। বাঙালী হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সময়ও চণ্ডীপাঠ করা হয়। এখন প্রশ্ন হল, যে গ্রন্থটি হিন্দু বাঙালীর জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত সেটির পরিচয় কি? অন্যান্য ধর্মের মত হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ একটিমাত্র নয়। বেদ রয়েছে এবং রয়েছে তার আনুষঙ্গিক বেদাঙ্গ ও উপবেদ; তার পাশাপাশি রয়েছে আগম বা তন্ত্র। রয়েছে ষড়দর্শন। এছাড়াও রয়েছে ইতিহাস, যার মধ্যে পড়ছে রামায়ণ এবং মহাভারত। আর রয়েছে পুরাণ। অন্যগুলি সম্বন্ধে বিশদে বলছি না, তবে এক্ষেত্রে পুরাণ নিয়ে আমাদের দু-একটা কথা আরো বলতে হবে। মোট আঠারোটি মহাপুরাণ এবং আঠারোটি উপপুরাণ রয়েছে। আঠারোটি মহাপুরাণের মধ্যে সব থেকে আকারে ছোট পুরাণটি হল মার্কণ্ডেয় পুরাণ। শ্রীশ্রীচণ্ডী হল এই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ১৩৭টি অধ্যায় রয়েছে; এরমধ্যে ৮১ থেকে ৯৩তম অধ্যায়, অর্থাৎ মোট ১৩টি অধ্যায় নিয়ে তৈরী হয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিষয়বস্তু কি? দুর্গাপুজোর কাহিনীটি বর্ণিত আছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে। দুর্গাপুজোয় আমরা দেখি যে সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করছেন। কে এই মহিষাসুর? কেই বা দেবী দুর্গা? কালীপুজোতেও আমরা দেখি যে দেবী দানবদলনী। তার গলায় মুণ্ডমালা, হাতে ঝুলছে কাটা মুণ্ডু। জগজ্জননীর কেন এই ভয়ঙ্কর রূপ? কেমন করে কালী চণ্ড মুণ্ড

বধ করে চামুণ্ডা নামে জগতে পরিচিতা হলেন। কেমন করে দুর্ধর্ষ রক্তবীজ নামক অসুর বিনাশ করলেন। এ জানতে হলে শ্রীশ্রীচণ্ডী পড়তে হবে। না জেনে কিছু করা খুব একটা কাজের কথা নয়। শাস্ত্রে বলে, না বুঝে কিছু করা মানে হচ্ছে চন্দনকাঠের ভারবাহী গর্দভের মত অবস্থা। বেচারা চন্দনকাঠের বোঝার ভারটা টের পায়; কিন্তু চন্দনের সুগন্ধ উপভোগ করার মত উন্নত মানসিক বৃত্তি তার নেই। সংক্ষেপে এখানে শুধু এটুকু বলি যে একই জগন্মাতা—তিনি কখনো শ্রী ও সমৃদ্ধিদায়িনী লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করছেন; আবার দুর্বৃত্তদের অত্যাচার থেকে মানুষকে, পৃথিবীকে বাঁচাতে খড়্গহাতে রুদ্ররূপে প্রলয় আনছেন! দেবীর এই করাল রূপ অপশক্তির হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য। সেইজন্য যখন কোন ভুত-প্রেত ইত্যাদি অশুভশক্তির প্রভাব কোথাও দেখা যায় তখন মায়ের এই করালরূপকে আমরা স্মরণ করি। চণ্ডীপাঠ করা হয়। যেকোন পুজোতেও যখন কোন দেবতাকে আবাহন করার আগে সেই স্থানটিকে অশুভ শক্তির ছায়া থেকে মুক্ত করে নেওয়ার ব্যাপার পূজা প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছে—একে বলে ভূতাপসারণ। ভূতাপসারণ প্রক্রিয়াতেও আমরা দেবী চণ্ডিকাকে স্মরণ করি, কারণ তিনি যাবতীয় অশুভ শক্তি ও ভয় থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। তার জন্যই তিনি এই ভয়াল ও অত্যন্ত শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করেছেন। তিনি মোক্ষপ্রদায়িনী। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, তবু তিনি বারবার আবির্ভূতা হচ্ছেন যখন তাকে নিপীড়িতজন ডাকছে। দেবতারা জগন্মাতাকে ডেকেছেন, তাঁর বন্দনা করেছেন চারটি অসাধারণ সুন্দর স্তবের দ্বারা। এই স্তবগুলিই আমরা মহালয়ার সকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কন্ঠে শুনতে পাই।

এবারে অনুবাদ প্রসঙ্গে আসি। বাংলায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুবাদ পঞ্চানন তর্করত্নের (১৮৬৬-১৯৪০) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু মার্কণ্ডেয় পুরাণই নয়, প্রায় পঞ্চাশটির আশেপাশে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ তিনি করে গেছেন অথবা তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে বর্তমানে সেই সমস্ত বই ‘পাবলিক ডোমেনের’ অন্তর্গত। আমাদের এই বইটিতে আমরা সেই অনুবাদই মুদ্রিত করেছি। কয়েকটি জায়গায় আমরা তার অনুবাদিত ‘শ্রীশ্রীচণ্ডী’, যেটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও টীকাসহ, সেটির থেকেও সাহায্য নিয়েছি। এবং কতকগুলি জায়গায় মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সংকলিত মার্কণ্ডেয় পুরাণেরও সাহায্য নিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল যেন বাংলা অনুবাদটি

সহজবোধ্য হয়। আমরা শুধুমাত্র বাংলা অনুবাদ অংশটি রেখেছি। তবে পরিশিষ্টে স্তবগুলি কেবলমাত্র সংস্কৃতে এবং বাংলা অর্থসহ সংস্কৃতে দিয়ে দিয়েছি, যাতে পাঠ করতে সুবিধা হয়। বাংলা কঠিন শব্দের অর্থও আমরা বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পাঠকের সুবিধার্থে। এছাড়াও যেখানে মনে হয়েছে কিছু বিষয় বিশদে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, তা বইয়ের শেষভাগে টীকা অংশে যোগ করা হয়েছে। এই যাবতীয় বিষয়গুলি আমাদের সংযোজন।

আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আপামর হিন্দু বাঙালী মায়ের ভাষায় মাকে জেনে মায়ের পুজোয় মেতে উঠুক, এই উদ্দেশ্যেই এই 'ডিজিটাল' সংস্করণটি বিনামূল্যে প্রকাশ করা। যদি কারোর উপকারে লাগে, পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

—

প্রথম অধ্যায়—মধুকৈটভ বধ

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, যে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি অষ্টম মনু বলিয়া কথিত হন, তাঁহার উৎপত্তি বৃত্তান্ত এবং সেই মহাভাগ রবিতনয় সাবর্ণি যেরূপে মহামায়াপ্রভাবে মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন, তৎসমূদয় আমি সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে স্বারোচিষ মন্বন্তরে, চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত সুরথ নামক রাজা, সমুদয় ক্ষিতিমন্ডলের অধিপতি হন। তিনি প্রজাগণকে ঔরসপুত্র সদৃশ পালন করিতেন। তৎকালে কোলাবিধ্বংসকারী (শূকরভোজী ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষকে ধ্বংসকারী) ভূপালবর্গ তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। তৎপরে সেই ভূপালবর্গের সহিত উদ্ধতগণের দমনকারী সুরথ ভূপতির যুদ্ধ ঘটে। কোলাবিধ্বংসকারী ভূপতিগণ অনেকাংশে হীন হইয়াও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করে। অনন্তর পরাজিত সুরথ রাজা স্বপুরে আগমন করিয়া নিজ দেশেরই অধিপতি হইয়া রহিলেন; কিন্তু তৎকালেও সেই প্রবল শত্রুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নিজ পুরেও দুষ্ট জঘন্য-স্বভাব বলবান অমাত্যবর্গ, তখন দুর্ব্বল সুরথ রাজার ধনাগার ও সৈন্য হস্তগত করিল। তদনন্তর হৃতাধিকার সেই সুরথ রাজা, অশ্বারোহণ করিয়া একাকী গহন বনে গমন করিলেন। রাজা সেই গহন বনমধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধা মুনির আশ্রম দেখিলেন। সেই আশ্রম হিংসাহীন শ্বাপদগণে বেষ্টিত ও মুনিশিষ্যবর্গে উপশোভিত ছিল। ১-৯

সেই মুনিশ্রেষ্ঠের আশ্রমে মুনি কর্ত্তৃক সৎকৃত (আপ্যায়িত) হইয়া রাজা সুরথ ইতস্ততঃ বিচরণ করত কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। তিনি সেই সময় সেখানে মায়ামূঢ়চিত্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,— “আমার অসচ্চরিত্র সেই ভৃত্যবর্গ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের পালিত, এক্ষণে মৎপরিত্যক্ত সেই পুরীকে ধর্ম্মের সহিত কি পালন করিতেছে? জানি না, সদা-মদযুক্ত, আমার সেই প্রধান শূরহস্তী শত্রুগণের বশ্য হইয়া এক্ষণে কি প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে? প্রতিদিবস মৎপ্রদত্ত প্রসাদ, ধন ও অন্নাদি দ্বারা আমার অনুগত ভৃত্যবর্গ অদ্য নিশ্চয়ই অন্য রাজগণের উপাসনা করিতেছে। অনিয়মিতরূপে সর্ব্বদা ব্যয়কারী সেই দুষ্ট অমাত্যগণ, অতি দুঃখে সঞ্চিত আমার সেই ধনরাশি নিশ্চয়ই ক্ষয় করিতেছে।” সুরথ রাজা এই প্রকার ও অন্যান্য নানা প্রকার চিন্তা

করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা সেই মুনির আশ্রমনিকটে এক বৈশ্যকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে! তুমি কে? এবং তোমার এখানে আসিবার কারণই বা কি? শোকযুক্তের ন্যায় তোমাকে দুর্ম্মনা (চিন্তিত) দেখিতেছি কেন?" ১০-১৬

রাজার এই প্রকার প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৈশ্য বিনয়াবনত হইয়া রাজাকে প্রত্যুত্তর করিল, আমি ধনীদিগের কুলে উৎপন্ন, সমাধিনামা বৈশ্য। অসাধু পুত্র, দারা ও স্বজনবর্গ, ধনলোভে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আমার ধন সকল গ্রহণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি পুত্র, দারা, বিশ্বস্ত বন্ধু ও ধনবিহীন হইয়া দুঃখে বনে আগমন করিয়াছি। এস্থলে থাকিয়া আমি পুত্র, দারা ও বন্ধুবর্গের কোন মঙ্গলামঙ্গল বার্ত্তা জানিতে পারিতেছি না; এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল ঘটিয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমার পুত্রগণ এক্ষণে সদাচারী কিংবা দুরাচার-পরায়ণ হইয়াছে, এ সকল কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৭-২১

রাজা কহিলেন, যে পুত্রদারাদিগণ লোভপরবশ হইয়া তোমার ধনাদি হরণ করিয়াছে, তাহাদিগের উপরই তোমার মন কি প্রকারে স্নেহযুক্ত হইতেছে? বৈশ্য কহিল, আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি কি করিব! আমার মন কোন প্রকারেই নিষ্ঠুর হইতেছে না! যে পুত্রগণ ধনলোভে, পিতৃস্নেহ বিসর্জ্জন করিয়া আমাকে দূর করিল, যে পত্নীগণ পতিপ্রেম ও বন্ধুগণ বন্ধু-সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে নিরাকৃত (নিষ্কাশিত) করিল, সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্র দারা ও বন্ধুবর্গের প্রতিই আমার মন অনুরক্ত। মহামতে! প্রতিকূল বন্ধুবর্গের উপর আমার চিত্ত কেন যে প্রেমপ্রবণ হয়, আমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাদের জন্য এই দীর্ঘনিশ্বাস ও এই দুর্ম্মনস্কতার (উদ্বেগের) উৎপত্তি। আমার মন যে সেই প্রীতিশূন্য পুত্রাদির উপর নিষ্ঠুর হইতেছে না, আমি ইহার কি প্রতিবিধান করিব? ২২-২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তৎপরে রাজা সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য, উভয়ে একত্রে সেই মেধা মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা ও বৈশ্য মুনির যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক পূজ্যানুক্রমে উপবেশন করিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন, ভগবন্! যে বিষয়টী আমি বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া, আমার মন দুঃখিত রহিয়াছে, সেই বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি আমাকে তাহা

বুঝাইয়া বলুন। আমি বুঝিতেছি যে, ইহা ভ্রম; তথাপি অজ্ঞের ন্যায় আমার রাজ্য ও অখিলরাজ্যাঙ্গের উপর এতাদৃশ মমতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ইহা কিরূপ? আর এই বৈশ্যকে ইহার পুত্রগণ অবমানিত (অপমানিত) করিয়াছে; দারা, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করিয়াছে; তথাপি এই ব্যক্তি সেই সকল দুষ্ট পুত্রাদির উপর অনুরক্ত; এই প্রকার আমি ও এই বৈশ্য, উভয়েই এইরূপ পরিদৃশ্যমান দোষপূর্ণ বিষয়ে মমতাযুক্তমানস হইয়া সাতিশয় দুঃখ পাইতেছি। হে মহাভাগ! আমরা উভয়ে জ্ঞানী হইয়াও যে এ প্রকার বিবেকান্ধের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ কি? ২৭-৩৩

ঋষি কহিলেন, সমস্ত জন্তুরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে। হে মহাভাগ! বিষয় সমুদয় এবং বিষয়জ্ঞানসম্পাদক ইন্দ্রিয়গণও পরস্পর বিভিন্নস্বভাব। দেখুন, কোন কোন প্রাণী দিবসে দেখিতে পায় না, কেহ কেহ বা রাত্রিতে দেখিতে পায় না, আবার কেহ কেহ বা দিবারাত্রে তুল্যদৃষ্টি। আপনি যে প্রকার জ্ঞানের কথা কহিতেছেন, মনুষ্যগণের এরূপ জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু কেবল মনুষ্যমাত্রই যে এ প্রকার জ্ঞানের অধিকারী, তাহা নহে; যেহেতু পশুপক্ষী ও মৃগাদিও এরূপ জ্ঞানবান হয়। বিষয়গোচর জ্ঞান যে প্রকার পশু পক্ষী প্রভৃতির আছে, মনুষ্যেরও সেই প্রকার আছে এবং মনুষ্যগণেরও বিষয়গোচর যে জ্ঞান আছে, পশুপক্ষীদিগেরও তাহাই আছে; সুতরাং এ প্রকার জ্ঞান মনুষ্য ও ইতর প্রাণীদিগের সমান। এ প্রকার জ্ঞান থাকিলেও পরস্পরে বিষয়ের কত বিভিন্নতা দেখুন। এই পক্ষিগণ ক্ষুধাতে পীড়িত, তথাপি স্বকীয় শাবক সকলের চঞ্চুতে ধান্যকণাদি প্রদান করিতে কতই যত্নবান! আর হে মনুজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ নিজ সুতগণের (পুত্রদের) প্রতি অভিলাষী হইয়া তাহাদিগের ভরণপোষণ করিতেছে। মনুষ্যগণ কেবল প্রত্যুপকার জন্য লোভে এ প্রকার করিতেছে, ইহা কি দেখিতেছেন না? ৩৪-৩৯

এইরূপ উপকারাদির প্রত্যাশা না থাকিলেও মহামায়ার সংসার-স্থিতিকারী প্রভাবে সর্ব্বপ্রাণী বাসনারূপ আবর্ত্তময় মোহগর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। সেইজন্য এ বিষয়ে বিস্ময় করা উচিত নহে। মহামায়া, জগৎপতি হরির যোগ-নিদ্রাস্বরূপা; তিনি এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন। সেই ভগবতী মহামায়াই জ্ঞানীদিগের চিত্ত সকল বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করিতেছেন। সেই দেবী এই সচরাচর জগৎ (স্থাবর জঙ্গমাত্মক বা স্থির এবং

গতিশীল অর্থাৎ জড় ও জীব, চেতন ও অচেতন মিলিয়ে এই সমগ্র জগৎ) সৃজন করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্না হইয়া মনুষ্যদিগের মুক্তিপ্রদ বর দান করেন। তিনিই মুক্তির উৎকৃষ্ট হেতুস্বরূপা সনাতনী ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা বিদ্যা। তিনি সংসারবন্ধন, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতির হেতু; তিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বরী। রাজা বলিলেন, — হে ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? হে দ্বিজ! তাঁহার উৎপত্তিবৃত্তান্ত কি প্রকার এবং তাঁহার কর্ম্মই বা কি? সেই দেবীর স্বভাব ও স্বরূপ এবং তিনি যাহা হইতে উৎপন্না, হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তৎসমুদয় আমি আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৪০-৪৬

ঋষি কহিলেন, — সেই জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্যা — উৎপত্তি-বিনাশ-রহিতা। তিনি সমুদয় বিশ্বই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বহুপ্রকার উৎপত্তিকথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিনি যখন আবির্ভূতা হন, নিত্যা হইলেও তখনই তিনি লোকমধ্যে উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হন। কল্পান্তে জগৎ একসমূদ্রীকৃত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু যখন অনন্তশয্যা আশ্রয় করত যোগনিদ্রা অবলম্বন করেন, তখন বিষ্ণু-কর্ণমল-সম্ভূত, মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত অতি দীপ্তিমান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিয়া এবং বিষ্ণুকে নিদ্রিত দর্শন করিয়া, বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত একাগ্রহৃদয়ে হরির নেত্রস্থিতা, বিষ্ণুর নিদ্রাস্বরূপা, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতি-সংহার-কারিণী সেই যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ৪৭-৫৩

হে ব্রহ্মস্বরূপে! হে নিত্যে! তুমি দেবগণের হবির্দান-মন্ত্র (যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দেওয়ার সময় যে মন্ত্র বলা হয়) স্বাহা স্বরূপা; তুমি পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদানমন্ত্র (পিণ্ডদানের মন্ত্র) স্বধা-স্বরূপা; তুমিই বষট্কার (যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বানমন্ত্র) ও অকারাদি স্বরবর্ণ; হে দেবি তুমি সুধা স্বরূপা; তুমিই বর্ণসমূহে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতরূপ মাত্রাত্রয়-রূপা। ৫৪

যে অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ বিশেষরূপ হয় না, তুমিই সেই অর্দ্ধমাত্রারূপে স্থিতা। হে দেবি! তুমিই সেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী-স্বরূপা। হে দেবি! তুমিই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা জগজ্জননী প্রকৃতিস্বরূপা। ৫৫

হে দেবি! তুমিই এই জগতের সৃষ্টি করিতেছ, তুমিই ইহাকে ধারণ করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই এই জগৎকে গ্রাস করিয়া থাক। ৫৬

তুমি সর্গকালে (উৎপত্তির সময়) সৃষ্টিরূপা, তুমি পালনে স্থিতিরূপা, এবং হে জগন্ময়ি! এই জগতের বিনাশকালে তুমিই সংহাররূপা। ৫৭

হে দেবি! তুমি মহাবিদ্যা, তুমি মহামেধা, তুমি মহামায়া, তুমি মহাস্মৃতি; হে দেবি! তুমি মহামোহ-জনিকা মহাদেবী এবং মহাসুরী। ৫৮

হে দেবি! তুমি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ স্বরূপে সকল চরাচরেরই প্রকৃতি। তুমি কালরাত্রি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর যমস্বরূপা। তুমি মহারাত্রি, অর্থাৎ বস্তু মাত্রের আবরক তমোময় প্রলয়-স্বরূপা। তুমি ভয়ঙ্কর মোহরাত্রি অর্থাৎ জগতের মোহ-জনক সংসার-স্বরূপা। ৫৯

হে দেবি! তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি লজ্জা, তুমি বুদ্ধি এবং তুমি দিব্যজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তিস্বরূপা (ক্ষমাস্বরূপা)। ৬০

তুমি খড়্গিনী (যার হাতে খড়্গ), শূলিনী (যার হাতে শূল), গদিনী (যার হাতে গদা), চক্রিণী (যার হাতে চক্র), শঙ্খিনী (যার হাতে শঙ্খ) এবং চাপিনী (যার হাতে ধনুক)। হে দেবি! বাণ, ভূষুণ্ডী (লাঠি) এবং পরিঘও (মুগুরও) তোমার অস্ত্র। ৬১

হে দেবি! তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, অধিক কি, জগতে যত প্রকার সুন্দর পদার্থ আছে, তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা সুন্দরী। হে দেবি! তুমি শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতরা এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতরদিগেরও ঈশ্বরী। ৬২

হে অখিলাত্মিকে! যাহা কিছু ভাব ও অভাবরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের যে শক্তি, তুমিই সেই শক্তিস্বরূপা, অতএব তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিব? ৬৩

হে দেবি! জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সেই ভগবান বিষ্ণুকেই যখন তুমি নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছ, তখন আর কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ৬৪

হে দেবি! বিষ্ণু, ঈশান (শিব) ও আমাকে যখন তুমিই শরীর গ্রহণ করাইয়াছ, তখন অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ৬৫

হে দেবি! সেই তুমি এই প্রকার স্বকীয় উদার প্রভাব-বর্ণন দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া এই দুরাধর্ষ মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে মোহিত কর। ৬৬

এবং জগৎস্বামী অচ্যুতকে প্রবোধিত কর। হে দেবি! এই মহাসুরদ্বয়কে বিনাশের জন্য শীঘ্র এই ভগবান্ বিষ্ণুর সংজ্ঞা দান কর। ৬৭

ঋষি বলিলেন, সেই অসুরদ্বয়ের নিধনার্থে বিষ্ণুর প্রবোধ-প্রার্থী ব্রহ্মা এই প্রকারে সেই তমোগুণময়ী নিদ্রারূপা দেবীর স্তব করিলে পর, অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার সম্মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবী অবস্থিতি করিলেন। তখন নিদ্রারূপা দেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পর, ভগবান বিষ্ণু একার্ণবস্থিত অনন্তশয্যা হইতে উত্থান করিয়া দেখিলেন, সেই দুরাত্মা অতি বীর্য্য-পরাক্রমশালী, ক্রোধরক্তনেত্র মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়, ব্রহ্মার বিনাশে কৃতোদ্যম হইয়াছে। উত্থানান্তর ভগবান্ বিভু হরি, সেই অসুরদ্বয়ের সহিত পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিলেন। সেই অতি বলোন্মত্ত অসুরদ্বয় মহামায়াবিমোহিত হইয়া কেশবকে বলিল, “তুমি আমাদিগের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর।” ভগবান্ বলিলেন, তোমরা যদি আমার উপর তুষ্ট হইয়া থাক, তবে উভয়েই আমার বধ্য হও, আমার এই বর, অন্য বরে কোন প্রয়োজন নাই। ঋষি কহিলেন, ভগবান্ এই প্রকারে উভয়কে বঞ্চনা করিলে পর, সেই অসুরদ্বয় সমুদয় জগৎ জলপ্লাবিত দেখিয়া ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষকে (যার চোখ শ্বেতপদ্মের মত সুন্দর অর্থাৎ বিষ্ণুকে) বলিল, হে কেশব! তোমার সহিত যুদ্ধে আমরা প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমা দ্বারা আমাদের মৃত্যু শ্লাঘনীয়; কিন্তু যে স্থান জলপ্লাবিত হয় নাই, আমাদিগের সেই স্থানে বধ কর। ঋষি কহিলেন, “তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্খ-চক্র-গদা ধারণপূর্ব্বক স্বকীয় জঘন (উদরের নিম্নভাগ) দেশে রাখিয়া চক্রদ্বারা সেই অসুরদ্বয়ের মস্তক ছেদন করিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা স্তব করিলে, এই মহামায়া দেবী এই প্রকারে উৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তোমাকে পুনর্ব্বার এই দেবীর প্রভাব বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৮-৭৮

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১ ॥

—

দ্বিতীয় অধ্যায়—মহিষাসুরের সৈন্য ধ্বংস

ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বকালে যখন পুরন্দর নামা ইন্দ্র দেবতাদিগের অধিপতি এবং মহিষনামা অসুর অসুরগণের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় একশত বৎসর ব্যাপিয়া দেবতা ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মহাবীর্য্য অসুরগণ দেবসৈন্যগণকে পরাজিত করে। সকল দেবগণকে জয় করিয়া পরে মহিষাসুর ইন্দ্র হইল। তৎপরে পরাজিত দেবগণ, পদ্মোদ্ভব ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া যেখানে মহাদেব ও বিষ্ণু ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। যে প্রকারে মহিষাসুরের চেষ্টায় দেবগণের পরাজয় হইয়াছে, দেবগণ তাঁহাদের নিকটে সেই সমুদয় বলিলেন। ১-৪

দেবগণ বলিলেন, সেই মহিষাসুর স্বয়ংই সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবগণের অধিকারে অধিষ্ঠান করিতেছে। সেই দুরাত্মা মহিষ কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ মর্ত্ত্য-মানবের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন। আপনাদের নিকট এই অসুরগণের পরাক্রম সকল কথিত হইল। আমরা আপনাদের শরণাগত হইলাম; এক্ষণে অসুরবধের উপায় আপনারা চিন্তা করুন। দেবতাদিগের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু এবং মহাদেব কুপিত হইলেন। কোপে তাঁহাদের মুখ ভ্রূকুটীকুটিল হইয়া উঠিল। তাহার পর অতিকুপিত বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মার বদন হইতে একটী মহৎ তেজ নির্গত হইল এবং ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও ঐ প্রকার তেজ নির্গত হইল। তৎপরে নির্গত সেই তেজঃসমূহ একত্র মিলিত হইল। ৫-১০

তখন দেবগণ দেখিলেন, সেই সমগ্র তেজোরাশি জ্বালামালা দ্বারা দিগন্তব্যাপী জ্বলনশীল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। সর্ব্বদেবশরীর হইতে সমুৎপন্ন লোকত্রয়ব্যাপী প্রভাবশালী, অপরিমেয় সেই তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া, এক নারীরূপে দৃশ্যমান হইল। শম্ভুর বদন হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা দ্বারা এই নারীর মুখ হইল। যমের তেজে কেশ ও বিষ্ণুর তেজে তাঁহার বাহু সকল হইল। চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে মধ্যপ্রদেশ, বরুণ-তেজে জঙ্ঘা (হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দেহাংশ) ও উরু (কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহাংশ), পৃথিবী-তেজে নিতম্ব, ব্রহ্ম তেজে পদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পাদাঙ্গুলি সকল এবং

বসুদিগের তেজে তাঁহার হস্তাঙ্গুলিসমূহ হইল। কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতি-তেজে দন্তসমূহ, অনলতেজে নয়নত্রয়, সন্ধ্যাদ্বয়ের তেজে ভ্রূদ্বয় এবং পবন-তেজে তাঁহার কর্ণদ্বয় হইল। অন্যান্য বিশ্বকর্ম্মাদি দেবগণের তেজঃসমূহেও সেই মঙ্গলময়ী দেবী উৎপন্না হইলেন। তৎপরে সকল দেবগণের তেজোরাশি-সমুদ্ভবা সেই দেবীকে দর্শন করিয়া, মহিষাসুরপীড়িত দেবতাগণ সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন। ১১-১৮

অনন্তর মহাদেব স্বকীয় শূল হইতে শূল আকর্ষণ করিয়া সেই দেবীকে প্রদান করিলেন। নারায়ণ নিজ চক্র হইতে চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বরুণ তাহাকে শঙ্খ দিলেন, হুতাশন (অগ্নি) শক্তি প্রদান করিলেন। এবং বায়ু তাঁহাকে ধনুঃ ও বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয় (তূণীর হল বাণ রাখার আধার বা জায়গা) অর্পণ করিলেন। অমরেশ্বর সহস্রাক্ষ ইন্দ্র নিজের বজ্র হইতে বজ্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন এবং ঐরাবত গজ হইতে ঘন্টা খুলিয়া তাঁহাকে দিলেন। যম কালদণ্ড হইতে দণ্ড উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। বরুণ তাঁহাকে পাশ (ফাঁসের মত এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র) প্রদান করিলেন। দক্ষ প্রজাপতি তাঁহাকে অক্ষমালা দান করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলু দিলেন। দিবাকর সূর্য্য মহাদেবীর সমস্ত রোমকূপে স্বকীয় রশ্মিসমূহ প্রদান করিলেন। কাল তাঁহাকে নির্ম্মল খড়্গ ও চর্ম্ম (ঢাল) প্রদান করিলেন। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাঁহাকে অমল হার, অজর বস্ত্রযুগ্ম, দিব্য চূড়ামণি, কুণ্ডল-দ্বয় (কানের অলংকার জোড়া), বলয়-নিকর (হাতের বালা বা কাঁকন জোড়া), শুভ্র অর্দ্ধচন্দ্র, সমুদয় বাহুর কেয়ুর (বাহুর উপরিভাগের আভরণবিশেষ), বিমল নূপুরদ্বয়, অত্যুত্তম গ্রীবাভূষণ ও সমস্ত অঙ্গুলীতে অঙ্গুলীয় রত্নসমূহ প্রদান করিলেন। অতি নির্ম্মল পরশু (কুঠার), অনেকবিধ অস্ত্র ও অভেদ্য বর্ম্ম, বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জলনিধি তাঁহাকে মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অম্লান-পঙ্কজমালা (পদ্মফুলের মালা) ও অতি সুন্দর পঙ্কজ প্রদান করিলেন। হিমালয় তাঁহাকে বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ন সকল দান করিলেন। কুবের তাঁহাকে সুরাপরিপূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন। যিনি এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, সেই সর্ব্বনাগেশ অনন্ত সেই দেবীকে মহামণিবিভূষিত নাগহার প্রদান করিলেন। অন্যান্য দেবগণও তাঁহাকে নানা প্রকার অলঙ্কার ও শস্ত্র সকল প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের দ্বারা সম্মানিত হইয়া দেবী অট্টহাসের সহিত মুহুর্ম্মুহুঃ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৯-৩০

অপরিমেয়, অতি মহান, ভয়ঙ্কর সেই গর্জ্জনশব্দে সমুদয় শূন্যপ্রদেশ পরিপূরিত (পরিপূর্ণ) হইল এবং এক মহান্ প্রতিধ্বনি হইল। লোক সকল তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল, সমুদ্র সকল কম্পিত হইল, পৃথিবী চঞ্চল হইল এবং পর্ব্বত সকল কম্পিত হইল। তখন দেবগণ সেই সিংহবাহিনী ভগবতীকে (ঐশীগুণ বা ঈশ্বরত্ব, বীর্য অর্থাৎ সর্বশক্তি, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছটিগুণ যার মধ্যে আছে তিনি ভগবান; আর স্ত্রীলিঙ্গ হলে ভগবতী।) লক্ষ্য করিয়া জয়শব্দ করিয়া উঠিলেন। মুনিগণ ভক্তিনম্রশরীর হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সমস্ত ত্রৈলোক্য (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল) এই প্রকারে সংক্ষোভযুক্ত হইতেছে দেখিয়া, অসুরগণ সমস্ত সৈন্যকে সজ্জিত করিয়া অস্ত্রোদ্যমপূর্ব্বক সমুত্থিত হইল। "আঃ ইহা কি হইতেছে," ক্রোধে এই কথা বলিয়া, অশেষ অসুরবেষ্টিত মহিষাসুর সেই শব্দের উদ্দেশে ধাবিত হইল। ধাবিত হইয়া মহিষাসুর দেখিল যে, সেই দেবী প্রভা দ্বারা লোকত্রয় ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। দেবীর পাদভরে ভূমি নত হইয়াছে, কিরীটে (মুকুটে) অম্বর ভেদ হইতেছে, ধনুঃশব্দে অশেষ পাতাল পর্য্যন্ত ক্ষোভিত হইতেছে; আর দেবী ভুজসহস্র (হাজার হাত) দ্বারা দিক্সকল আচ্ছাদন করত অবস্থিতি করিতেছেন। ৩১-৩৭

তৎপরে সেই দেবীর সহিত অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে পরিক্ষিপ্ত বহুপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহে (অস্ত্র হল যা নিক্ষেপ করা যায়; অর্থাৎ ছুঁড়ে মারতে হয়। আর শস্ত্র হল যা নিক্ষেপ করা যায় না, অর্থাৎ হাতে ধরে শত্রুকে প্রহার করতে হয়।) দিগন্তর আদীপিত (সম্যকরূপে বা পরিপূর্ণরূপে দীপ্ত) হইল। মহিষাসুরের সেনাপতি চিক্ষুর নামক মহাসুর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। চতুরঙ্গবল-সমন্বিত (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই চারটি শাখাবিশিষ্ট সেনাবাহিনী সমন্বিত) চামর নামে অসুর অনুগামী সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ছয় অযুত (দশ হাজার) রথ লইয়া উদগ্র নামে মহাসুর যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাহনু নামে অসুর সহস্র অযুত রথে বেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অসিলোমা নামে মহাসুর পঞ্চাশৎ নিযুত (দশ লক্ষ) রথ লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। বাস্কল নামে মহাসুর ছয়শত অযুত রথ লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং অনেক সহস্র গজরাজিসমূহ (হাতির দল) দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরিবারিত নামক মহাসুর, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোটি রথের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিড়ালাক্ষ নামা মহাসুর পঞ্চাশদ্গুণিত পঞ্চাশৎঅযুত রথে পরিবৃত হইয়া সেই রণস্থলে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং

অন্যান্য অনেক মহাসুর সেই রণস্থলে অযুত অযুত রথ, হস্তী ও অশ্বে বেষ্টিত হইয়া সেই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৮-৪৪

কোটি কোটি সহস্র রথ হস্তী ও অশ্বসমূহে বেষ্টিত হইয়া মহিষাসুর সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তখন অসুরগণ তোমর (বল্লমের মত দেখতে যুদ্ধাস্ত্র), ভিন্দিপাল (এক ধরণের প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র যা শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করতে হয়), শক্তি (দুহাত লম্বা, সিংহ মুখাকৃতি, তীক্ষ্ণ নখ ও জিহ্বাবিশিষ্ট এক ধরণের শস্ত্র যা নিক্ষেপ করতে হয়), মুষল (মুগুর), খড়্গ, পরশু ও পট্টিশসমূহ (প্রায় খড়্গের মত দেখতে এক ধরণের তরবারি যার দুদিকে ধার) দ্বারা দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ শক্তি নিক্ষেপ করিল, কেহ বা পাশ নিক্ষেপ করিল, কেহ কেহ বা খড়্গপ্রহারে সেই দেবীকে হনন করিতে উদ্যত হইল। তৎপরে সেই দেবী স্বকীয় অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন। তখন প্রসন্ন-বদনা দেবীকে দেব ও ঋষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী অসুর-দেহ-সমূহে অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবীর সেই বাহন কেশরীও (সিংহ) কেশর কম্পিত করিয়া, বনমধ্যে অগ্নির ন্যায়, সেই অসুরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। যুদ্ধ করিতে করিতে দেবী যে সকল নিশ্বাস মোচন করিলেন, তদ্দ্বারাই শত সহস্র গণ (শিবের অনুচর; এরা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অদম্য সাহসী) তখনই উৎপন্ন হইয়া অসুর-সমূহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবীপ্রভাবে বর্দ্ধিত সেই গণসমূহ পরশু, ভিন্দিপাল, অসি ও পট্টিশনিচয়দ্বারা (পট্টিশসমূহদ্বারা) অসুর-সমূহকে হনন করিতে লাগিল। কোন কোন গণ সেই যুদ্ধমহোৎসবে শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিল, আর কেহ কেহ বা মৃদঙ্গবাদ্য (দুদিক চামড়ায় ঢাকা বাদ্যযন্ত্র, পাখোয়াজ বা খোলের আওয়াজ) করিতে লাগিল। ৪৫-৫৪

অনন্তর দেবী ত্রিশূল, গদা, শক্তিবৃষ্টি ও খড়্গাদি দ্বারা শত শত মহাসুরকে বিনাশ করিলেন। কাহাকেও বা ঘন্টারবে মোহিত করিয়া নিপাতিত করিলেন। অন্য অসুরগণকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া পৃথিবীতে আকর্ষণ করিলেন। কোন কোন অসুর তীক্ষ্ণ খড়্গাপাতে দ্বিধা বিভক্ত হইল। কেহ কেহ বা গদানিপাতে বিপোথিত হইয়া (গদা নিক্ষেপে নিহত হয়ে) শয়ন করিল। কেহ কেহ বা মুষলতাড়িত হইয়া অতিশয় রুধির বমন করিতে লাগিল। কোন কোন অসুর বক্ষোদেশে শূল দ্বারা ভিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। দেবী সমরাঙ্গনে শরসমূহদ্বারা

কতকগুলো অসুরের সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ করিয়া দিলেন। অমরবিজয়ী অসুর সেনাপতিগণ এইরূপে প্রাণত্যাগ করিল। কোন কোন অসুরগণের বাহু সকল ছিন্ন হইল, কাহারও বা গ্রীবা ছিন্ন হইল। অন্যান্য অনেক অসুরের মস্তক নিপাতিত হইল। কাহারও মধ্যদেশ বিদারিত হইল। কোন কোন মহাসুরের জঙ্ঘা বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। দেবী কাহাদেরও বা এক এক বাহু, অক্ষি ও চরণ বিনষ্ট করিলেন। কাহাদেরও বা মধ্যদেশ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ বা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া আবার উত্থিত হইল। কোন কোন কবন্ধগণ (মুণ্ডহীন ব্যক্তিরা) উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। অন্যান্য কবন্ধগণ তূর্য্যলয় (বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের ছন্দ বা তাল) আশ্রয় করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অন্য অন্য ছিন্ন-মস্তক মহাসুরগণ, কবন্ধ হইয়া গদা, শক্তি ও ঋষ্টি (যে খড়্গের দুদিকে ধার আছে) ধারণ করত দেবীকে, "দাঁড়াও দাঁড়াও," এই কথা বলিতে লাগিল। ৫৫-৬৪

যে স্থলে সেই মহাসংগ্রাম হয়, সেই স্থান নিপাতিত রথ, হস্তী, অশ্ব ও অসুর-নিকরদ্বারা (অসুরসমূহদ্বারা) অগম্য হইয়া উঠিল। সেই ক্ষণে অসুরসৈন্যের মধ্যে মৃত হস্তী, অসুর ও অশ্বগণের রক্তসমূহ মহানদীর আকার ধারণ করত প্রস্রুত (নিঃসৃত বা ক্ষরিত) হইল। অগ্নি যেরূপ তৃণকাষ্ঠচয়কে ক্ষণমাত্রে ভস্মসাৎ করে, অম্বিকা ক্ষণকালের মধ্যে সেই অসুরগণের মহাসৈন্য সেইরূপে ক্ষয় করিলেন। দেবীর বাহন সিংহও কেশর কম্পিত করত মহানাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেইরূপে অসুরগণের প্রাণ সকল আহরণ করিল এবং দেবীর "গণ" সকলও সেই মহাসুরগণের সহিত এরূপ যুদ্ধ করিল, যাহাতে স্বর্গস্থ দেবগণ অতি পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ৬৫-৬৯

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥২॥

—

তৃতীয় অধ্যায়—মহিষাসুর বধ

ঋষি কহিলেন, সেই সৈন্য সকল নিহত হইতেছে দেখিয়া সেনাপতি মহাসুর চিক্ষুর, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্রোধে অম্বিকার নিকট আগমন করিল। জলধর (মেঘ) যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে জলবৃষ্টি করে, সেই অসুরও সেইরূপ দেবীর উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। তৎপরে দেবী অবলীলাক্রমে তাহার শরনিকর (শরসমূহ) ছেদন করিয়া তাহার রথের অশ্বগণ ও সারথিকে বাণ দ্বারা বিনাশ করিলেন। দেবী, তখনি আবার তাহার ধনু ও অতি উন্নত ধ্বজ ছেদন করত ছিন্নধন্বা (যার ধনুক ভেঙে গেছে) সেই চিক্ষুরের গাত্রসমূহ বাণনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন ছিন্নধন্বা, রথহীন, অশ্বহীন ও সারথি-রহিত সেই অসুর খড়্গ ও চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক দেবীর দিকে ধাবিত হইল এবং অতিবেগে তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা সিংহের মস্তকে আঘাত পূর্ব্বক দেবীরও বাম বাহুতে প্রহার করিল। হে নৃপনন্দন! সেই অসুরের খড়্গ দেবীর বাহুস্পর্শে ভগ্ন হইয়া গেল। তৎপরে রোষভরে অরুণীকৃতলোচন (রক্তবর্ণ চোখ) সেই মহাসুর শূল গ্রহণ করিয়া ভদ্রকালীকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিল। আকাশ হইতে পতনোন্মুখ সূর্য্যবিম্বের ন্যায় তেজোরাশি দ্বারা সাতিশয় জাজ্বল্যমান পতনোন্মুখ সেই শূল দেখিয়া দেবী স্বীয় শূল মোচন করিলেন। সেই দেবী-পরিত্যক্ত শূল অসুর-প্রক্ষিপ্ত শূলকে শত খণ্ড করত মহাসুর চিক্ষুরকেও শত খণ্ড করিয়া ফেলিল। ১-৯

মহিষাসুর-সেনাপতি সেই মহাবীর্য্য চিক্ষুর নামে অসুর নিহত হইলে, চামর নামক অসুর গজারূঢ় হইয়া (হাতিতে চড়ে) যুদ্ধার্থ দেবীর সম্মুখে আগমন করিল। সেই চামরাসুর দেবীকে লক্ষ্য করিয়া শক্তি পরিত্যাগ করিল (ছুঁড়লো); কিন্তু সেই শক্তি দেবীর হূঙ্কারশব্দে অভিহত (আঘাতপ্রাপ্ত বা প্রতিহত) ও নিস্প্রভ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। স্বকীয় শক্তিকে ভগ্ন ও নিপতিত দেখিয়া চামরাসুর ক্রোধপুরঃসর শূল নিক্ষেপ করিল; দেবী স্বীয় বাণ দ্বারা সেই শূলকে ছেদন করিলেন। অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গজকুম্ভমধ্যে (হাতির মাথার উপরে মাংসপিণ্ডাকার স্থানের মধ্যে) আরোহণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সেই অসুরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল। সিংহ ও চামরাসুর, উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইল এবং পরস্পর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নিদারুণ প্রহার

দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিয়ৎকাল (কিছুক্ষণ) পরেই সিংহ আকাশে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পতিত হইয়া করপ্রহার দ্বারা (লাফ মেরে অসুরের উপর পড়ে থাবার আঘাতে) চামরাসুরের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। ১০-১৫

দেবী, উদগ্র নামে অসুরকে প্রস্তর ও বৃক্ষবৃষ্টি দ্বারা হনন করিলেন। দন্ত ও মুষ্টিতল প্রহারে করাল নামে অসুরকে বিনাশ করিলেন। ক্রুদ্ধা দেবী গদাপাত দ্বারা উদ্ধত নামে অসুরকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে বাস্কল নামক অসুরকে ভিন্দিপাল দ্বারা এবং তাম্র ও অন্ধক নামক অসুরদ্বয়কে বাণ দ্বারা বিনাশ করিলেন। ত্রিনেত্রা পরমেশ্বরী দেবী ত্রিশূল দ্বারা উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য ও মহাহনু নামক অসুরত্রয়কে বিনাশ করিলেন। অসি দ্বারা বিড়ালনামা অসুরের মস্তক দেহ হইতে নিপাতিত করিলেন। দুর্দ্ধর ও দুর্ম্মুখ নামে অসুরদ্বয়কে শরনিকর দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১৬-১৯

এই প্রকারে স্বকীয় সৈন্য ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মহিষাসুর স্বীয় মহীষরূপ ধারণ করিয়া দেবীর সেই গণসমূহকে সর্ব্বতোভাবে ত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিল। কাহাকেও আস্যপ্রহার দ্বারা (তুণ্ড বা মোষের লম্বাটে ছুঁচালো মুখ দিয়ে আঘাত করে), কাহাকেও ক্ষুরবিক্ষেপ দ্বারা (পায়ের খুর দিয়ে আঘাত করে), কাহাকেও লাঙ্গুল-তাড়ন দ্বারা (লেজের ঝাপ্টায়), কাহাকেও শৃঙ্গদ্বয়ে বিদারণ দ্বারা (শিং দিয়ে গুঁতিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া), কাহাকেও বেগ দ্বারা, কাহাকেও গর্জ্জন দ্বারা, কাহাকেও ভ্রমণ দ্বারা, আর কাহাকেও বা নিশ্বাস-পবন দ্বারা নিপাতিত করিতে লাগিল। এইরূপে প্রমথসৈন্য (শিবের অনুচরদের নিয়ে তৈরী সেনা) নিপাতন করত সেই অসুর মহাদেবীর সিংহের হননেচ্ছায় ধাবিত হইল; তখন অম্বিকা, কুপিত হইলেন। ২০-২৩

মহাবীর্য্য মহিষাসুরও অতি কোপে ক্ষুরাঘাতে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা উচ্চ পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার সবেগ ভ্রমণে পৃথিবী বিশীর্ণ (কৃশ, জীর্ণ, দুর্বল) হইল; লাঙ্গুলতাড়িত সমুদ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করিল। কম্পিত শৃঙ্গের আঘাতে বিভিন্ন মেঘগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং শ্বাসপবন-ক্ষিপ্ত হইয়া শত শত পর্ব্বত আকাশ হইতে পতিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে কোপপরিপূর্ণ অসুরকে নিকটে আসিতে দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী সেই সময় তাহার বধের নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। তখন

দেবী পাশক্ষেপ করিয়া সেই মহাসুরকে বন্ধন করিলেন। বদ্ধ হইয়া মহিষাসুরও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষরূপ-পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহরূপ ধারণ করিল। দেবী অম্বিকা তাহার মস্তকচ্ছেদ করিবামাত্র সেই মহিষাসুর খড়্গপাণি (যার হাতে খড়্গ) পুরুষরূপে দৃশ্যমান হইল। দেবী তৎপরে বাণসমূহ দ্বারা খড়্গ ও চর্ম্মের (ঢালের) সহিত সেই পুরুষকে ছেদন করিলেন। তখন সে প্রকাণ্ড হস্তীর রূপ ধারণ করিয়া শুণ্ড দ্বারা দেবীর বাহন সেই মহাসিংহকে আকর্ষণ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। দেবী খড়্গ দ্বারা সেই আকর্ষণকারী হস্তীর শুণ্ড ছেদন করিলেন। তখন মহাসুর পুনর্ব্বার মহিষরূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সচরাচর (স্থাবর জঙ্গমাত্মক বা স্থির এবং গতিশীল অর্থাৎ জড় ও জীব, চেতন ও অচেতন সব মিলিয়ে) ত্রৈলোক্য (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল) ক্ষোভিত করিতে লাগিল। ২৪-৩২

অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া উত্তম মধুপান করিতে লাগিলেন এবং অরুণনয়না হইয়া বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন সেই বলবীর্য্য-মদোদ্ধত অসুরও গর্জ্জন করত শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা চণ্ডিকার প্রতি পর্ব্বত সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেবী চণ্ডিকা শরসমূহ দ্বারা তৎপ্রক্ষিপ্ত পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়া সেই অসুরকে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু মদ দ্বারা চণ্ডিকার বদন তখন রক্তবর্ণ হইল এবং অক্ষর সকল স্পষ্ট উচ্চারিত হইল না। দেবী কহিলেন,— অরে মূঢ়! যতক্ষণ আমি মধুপান করিতেছি, তুই ততক্ষণ পর্য্যন্ত গর্জ্জন কর্, গর্জ্জন কর্। আমি তোকে শীঘ্র বিনাশ করিলে দেবতাগণ এইখানেই গর্জ্জন করিবেন। ঋষি কহিলেন,— দেবী এই বলিয়া লম্ফপ্রদান করত (লাফ দিয়ে) সেই মহাসুরের উপর আরোহণ করিলেন এবং পদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক শূলদ্বারা সেই অসুরকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন দেবীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজ মুখ হইতে অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইতে না-হইতেই সেই অসুর দেবীবীর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অর্দ্ধনিষ্ক্রান্ত হইয়াই যুধ্যমান (যুদ্ধরত) সেই মহাসুরকে দেবী সেই মহা অসি দ্বারা শিরচ্ছেদপূর্ব্বক বিনাশ করিলেন। তখন দৈত্য-সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দেবতাগণ সাতিশয় (অত্যন্ত) হর্ষ প্রাপ্ত (আনন্দিত) হইলেন। দেবগণ ও দিব্য মহর্ষিগণ দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বপতিগণ (এক ধরণের উপদেবতা, স্বর্গের গায়ক) গান করিতে লাগিল এবং

অপ্সরোগণ (আরেক ধরণের উপদেবতা—মোট দশ ধরণের উপদেবতা আছে—এরা স্বর্গে নৃত্য পরিবেশন করেন) নৃত্য করিতে লাগিল। ৩৩-৪১

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥৩ ॥

—

চতুর্থ অধ্যায়—দেবীস্তব

সেই দুরাত্মা অতি বলশালী মহিষাসুর ও তৎসৈন্যগণ দেবী কর্ত্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রণামপূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। প্রণামকালে তাঁহাদের গ্রীবা ও অংসদেশ (কাঁধ) নম্রীকৃত হইল (বিনয়ে নত হল) এবং দেহও হর্ষজনিত পুলকোদ্গমে সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। দেবগণ বলিতে লাগিলেন,– ১

যাঁহার স্বকীয় প্রভাব দ্বারা এই চরাচর জগৎ বিস্তারিত হইয়াছে, সমস্ত দেবগণের শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যাঁহার মূর্ত্তিরূপে পরিণত এবং যিনি সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া, আমরা ভক্তিসহকারে সেই অম্বিকাকে প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাদের মঙ্গল সম্পাদন করুন। ২

ভগবান্ অনন্ত দেব, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাঁহার প্রভাব ও বলের বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, সেই চণ্ডিকা দেবী সমুদায় জগতের পরিপালনের নিমিত্ত এবং অমঙ্গল ও ভয়ের বিনাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন। ৩

যিনি পূণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে সম্পৎস্বরূপা (সাক্ষাৎ শ্রী), যিনি পাপীদিগের গৃহে অলক্ষীরূপা, যিনি অশেষ শাস্ত্রপাঠে নির্ম্মলান্তঃকরণদিগের হৃদয়ে বুদ্ধিস্বরূপা, যিনি স্বচরিত্রদিগের শ্রদ্ধাস্বরূপা এবং যিনি শুদ্ধবংশোদ্ভবদিগের লজ্জাস্বরূপা,– আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি; হে দেবি! তুমি বিশ্বের পরিপালন কর। ৪

তোমার এই প্রকার অচিন্ত্য রূপ, আমরা কেমনে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব! হে দেবি! তোমার অসুরক্ষয়কারী অপরিমিত বীর্য্য এবং অসুর ও দেবগণের প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল অত্যুদ্ভুত ব্যবহারই বা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব? ৫

হে দেবি! তুমি বিকার-রহিত আদ্যা প্রকৃতি; অথচ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা হইয়াও জগতের হেতুভূতা। রাগদ্বেষাদিযুক্ত বিষ্ণু মহেশ্বরাদিও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। হে দেবি! তুমি অপারা এবং সকল পদার্থেরই আশ্রয়স্বরূপা। এই জগৎ তোমারই অংশভূত। ৬

হে দেবি! সকল যজ্ঞেই তোমার নামোচ্চারণ করিলে সমস্ত দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন; যেহেতু তুমিই দেব ও ঋষিগণের তৃপ্তিজনক স্বাহা ও স্বধাস্বরূপা বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাক। ৭

হে দেবি! তোমার বৃহদুপাসনার বিষয় অচিন্ত্য এবং বশীকৃতেন্দ্রিয় (যারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন), তত্ত্বসার ও দোষশূন্য মোক্ষার্থী মুনিগণ তোমাকে মুক্তির কারণ বলিয়া অভ্যাস করিয়া থাকেন। হে দেবি! অতএব তুমি ভগবতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা মোক্ষবিদ্যা। ৮

হে দেবি! তুমি শব্দময় বেদত্রয়স্বরূপা এবং প্রণবযুক্ত মনোহর পদপাঠশালী ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের আশ্রয়স্বরূপা। তুমি দেবী সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তা, তুমি সংসারের জীবনরক্ষার নিমিত্ত কৃষিস্বরূপা। হে দেবি! তুমিই নিখিল জগতের বিষম পীড়ার বিনাশকারিণী। ৯

হে দেবি! তুমি বুদ্ধিস্বরূপা; কারণ, সকল শাস্ত্রের সারই তোমার জ্ঞাত! হে দেবি! তুমি দুর্গা; কারণ, তুমি দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। তুমি মধুকৈটভারি নারায়ণের একমাত্র হৃদয়াধিবাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই মহাদেবের উৎকর্ষকারিণী গৌরী। ১০

হে দেবি! তথাপি তোমার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র-বিম্বানুকারী (পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্বের মত), সুবর্ণকান্তি এবং মনোহর মুখ দেখিয়াও যে মহিষাসুর ক্রোধপুরঃসর (ক্রোধ সহকারে অর্থাৎ রেগে গিয়ে) অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাই অতি আশ্চর্য্য। ১১

তোমার কুপিত, ভ্রুকুটী-ভীষণ, উদয়কালীন শশাঙ্কসদৃশ ঈষৎ লোহিতচ্ছবি বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ মাত্রেই (চাঁদ ওঠার ঠিক মূহুর্তে যেমন একটু লালচে দেখতে লাগে, সেইরকম তোমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল এবং তা দেখে) যে মহিষাসুর প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কুপিত অন্তককে (যমকে) দেখিয়া কেই বা বাঁচিয়া থাকিতে পারে? ১২

হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও। তুমি পরমা ও মঙ্গলের জন্যই সমুৎপন্না (উদ্ভুত হয়েছ)। হে দেবি! তুমি কোপ করিলে সকলই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া থাক, ইহা এখনই জানা গেল। যেহেতু মহিষাসুরের এই অতি মহৎ সৈন্য ও তাহাকে তুমি বিনাশ করিলে। ১৩

হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে অভ্যুদয় প্রদান কর (যাদের উত্থান ঘটাও), তাহারাই দেশে পূজিত হয়, তাহাদিগেরই ধন ও যশঃসমূহ সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহাদেরই ধর্ম্মবর্গ অবসন্ন হয় না, তাহারাই ধন্য এবং তাহাদিগেরই পুত্র পত্নী ও ভৃত্যবর্গ উদ্বেগহীন। ১৪

হে দেবি! তোমার প্রসাদেই পুণ্যশালী ব্যক্তিগণ প্রতিদিনই অতি আদরের সহিত ধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পরে তোমার অনুগ্রহেই স্বর্গে গমন করেন; অতএব হে দেবি! তুমি লোকত্রয়েরই ফল প্রদান করিয়া থাক। ১৫

হে দেবি! তুমি দুর্গত জন্তুগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া তাহাদের ভয় হরণ কর (অর্থাৎ যেকোন প্রাণী যদি তোমায় স্মরণ করে তুমি তাদের ভয় দূর কর) এবং সুস্থব্যক্তিগণ তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি তাহাদের মঙ্গলজনিকা বুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্যদুঃখ-ভয়-হারিণি! তুমি ভিন্ন আর কাহার চিত্ত সকলের উপকারের জন্য সর্ব্বদা আর্দ্র রহিয়াছে? ১৬

এই সকল অসুর মৃত হইলে জগৎ সুখলাভ করিবে এবং অসুরেরা চিরকাল নরক-জনক পাপ করে, করুক, কিন্তু 'সংগ্রামমৃত্যুলাভ করিয়া ইহারা স্বর্গে প্রয়াণ করুক' হে দেবি! এই মনে করিয়াই নিশ্চয় তুমি শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাক। ১৭

দৃষ্টি মাত্রেই অসুরগণকে কি ভস্ম করিতে পারিতে না? তবে 'রিপুগণও শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গে গমন করুক' কেবল এই ভাবিয়াই সেই সকল শত্রুগণের প্রতি শস্ত্র-প্রয়োগ করিয়াছ। মৃত অসুরগণেরও উপকারের জন্য তোমার যে এবম্প্রকার (এই প্রকার) মতি, তাহা অতি সাধ্বী, সন্দেহ নাই। ১৮

হে দেবি! উগ্র খড়্গপ্রভা-সমূহের স্ফুরণে এবং শূলাগ্রের দীপ্তিসমূহে সেই অসুরগণের চক্ষু সকল যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে; কেবল তোমার জ্যোৎস্নাশালী চন্দ্রবিম্বসদৃশ বদন নিরীক্ষণেই তাহাদের নয়ন অতি শীতল ছিল। ১৯

হে দেবি! তোমার স্বভাব দুর্ব্বৃত্তদিগের অসচ্চরিত্রের প্রশমনকারী এবং তোমার রূপ তুলনারহিত ও চিন্তার অবিষয় (যা চিন্তা করা যায় না)। হে দেবি! তোমার বীর্য্য, দেব-

পরাক্রমহারী অসুরগণের বিনাশক। এই প্রকারে শত্রুগণের উপরও তোমার কৃপা স্পষ্টীকৃত হইতেছে (স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে)। ২০

হে দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হয়? তোমার রূপ শত্রু-ভয়কারী (শত্রুর মনে ভয়ের জন্ম দেয়) অতি মনোহর। এমন রূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালে আর কাহার আছে? হে বরদে (যিনি বরদান করেন বা আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ করেন তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে) দেবি! ভুবনত্রয়মধ্যে তোমারই চিত্তে একত্রে দয়া ও সমর-নিষ্ঠুরতা দেখা যায়; আর কোথাও নাই। ২১

হে দেবি! শত্রু বিনাশ করিয়া তুমি ত্রিভুবনের ত্রাণ করিলে, রণক্ষেত্রে সেই শত্রুগণকে বিনাশ করত স্বর্গ প্রদান করিলে এবং আমাদেরও উন্মদ-অসুর জন্য ভয় দূর হইল। অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। ২২

হে দেবি! আমাদিগকে শূল দ্বারা রক্ষা কর। হে অম্বিকে! আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা রক্ষা কর। হে দেবি! ঘন্টা ও ধনুর্জ্জ্যা-শব্দে (ধনুকের গুণ বা ছিলার টংকার ধ্বনি) আমাদিগকে রক্ষা কর। ২৩

হে চণ্ডিকে! স্বকীয় শূল ভ্রামণ করত আমাদিগকে পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে রক্ষা কর। ২৪

হে ঈশ্বরী! তোমার যে সকল সৌম্য রূপ এবং যে সকল সাতিশয় ভয়ঙ্করস্বরূপ ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছে, সেই সকল রূপে তুমি আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর। ২৫

হে অম্বিকে! ত্বদীয় (তোমার) করপল্লবে (হাতে) খড়্গ-শূল-গদাদি যে সকল অস্ত্র রহিয়াছে, সেই সকল অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদিকে রক্ষা কর। ২৬

ঋষি কহিলেন,–দেবগণ এই প্রকারে ভগবতীর স্তব করিলেন এবং নন্দন-বন-সমুদ্ভুত কুসুম (স্বর্গের নন্দনকাননের ফুল), দিব্য গন্ধানুলেপন (চন্দনের প্রলেপ) ও দিব্য ধূপ দ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁহার পূজা করিলেন। সেই সময় বরপ্রদান ইচ্ছায় তাঁহার মুখমণ্ডল বড়ই সুন্দর

হইল। তখন প্রণত দেবগণকে দেবী বলিলেন,– হে ত্রিদশগণ (দেবগণ)! তোমাদিগের অভিলষিত বর আমার নিকট প্রার্থনা কর; আমি তোমাদিগের এই স্তব দ্বারা সম্মানিত হইয়াছি, আমি তোমাদিগকে অতি প্রীতির সহিত সেই সকল বর প্রদান করিব। দেবগণ কহিলেন, ভগবতী যখন আমাদের এই প্রবল শত্রু মহিষাসুরকে নিধন করিয়াছেন, তখন আপনি আমাদের সকলই সম্পাদিত করিয়াছেন (সব কাজই করে দিয়েছেন), কিছুই অবশিষ্ট নাই। যদিই আমাদিগকে বরদানে অভিলাষ হয়, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমরা যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখনই তুমি আমাদের পরম আপদ সকল বিনাশ করিও। আর হে অমলাননে (শুভ্র মুখ যার)! যে মনুষ্য আমাদের কৃত এই স্তব দ্বারা তোমার স্তুতি করিবে, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি তাহাদের জ্ঞান, উপচয় (সমৃদ্ধি) ও ঐশ্বর্য্যের সহিত ধন দারা (স্ত্রী) প্রভৃতি সম্পদের বৃদ্ধি করিও। হে অম্বিকে! কারণ তুমি সকল বস্তুই দিতে সমর্থা। ২৭-৩২

ঋষি বলিলেন, হে নৃপ! আপনাদের এবং জগতের অভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে (ইচ্ছা পূরণের জন্য) দেবগণকর্ত্তৃক এবম্প্রকারে (এই প্রকারে) প্রসাদিতা হইয়া (তুষ্ট হয়ে) দেবী “তাহাই হইবে” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে ভূপতে (রাজা)! দেবগণের শরীর হইতে জগৎত্রয়ের মঙ্গলের নিমিত্ত যে প্রকারে দেবী পূর্ব্বে উদ্ভূতা হন, তাহা তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে পুনরায় শুম্ভ নিশুম্ভ ও অন্যান্য দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশের জন্য এবং লোক সকলের রক্ষণের জন্য দেবোপকারিণী দেবী যে প্রকারে পার্ব্বতীদেহ হইতে উৎপন্না হন, তাহা তোমায় যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৩-৩৬

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪ ॥

—

পঞ্চম অধ্যায়—দেবীর সাথে অসুরদূতের কথোপকথন

ঋষি কহিলেন, পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অসুরদ্বয় মদবলাশ্রয়ে শচীপতি ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য এবং নিখিল যজ্ঞভাগ হরণ করিল। সেই শুম্ভ ও নিশুম্ভ,—সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের ও বরুণের অধিকারকার্য্য স্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিল এবং তাহারাই পবনের অধিকার ও অগ্নির কর্ম্ম করিতে লাগিল। অনন্তর সেই মহাসুরদ্বয়কর্ত্তৃক হৃতাধিকার, তিরস্কৃত, রাজ্যহীন, পরাজিত এবং বিতাড়িত দেবগণ, সেই অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "বিপৎকালে আমাকে স্মরণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের পরমাপদ (মহা বিপদ) সকল বিনাশ করিব" এবম্প্রকার বর, দেবী আমাদিগকে পূর্ব্বে দিয়াছেন; এক্ষণে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত, অতএব তাঁহারই শরণ লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।—দেবগণ এই প্রকার মানস করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক সেই বিষ্ণুমায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। ১-৬

দেবগণ বলিলেন,

দেবীকে নমস্কার, মহাদেবীকে নমস্কার, শিবাকে (শিবপত্নীকে অর্থাৎ দুর্গাকে বা ভবানীকে) সর্ব্বদা নমস্কার। প্রকৃতিকে নমস্কার, ভদ্রাকে নমস্কার; আমরা সংযত হইয়া সেই দেবীকে নমস্কার করি। রৌদ্রাকে (যিনি রুদ্ররূপিণী তাকে) নমস্কার। নিত্যা, গৌরী এবং ধাত্রীকে নমস্কার।

সেই প্রকাশরূপা, চন্দ্ররূপা, এবং পরমানন্দরূপা দেবীকে সতত নমস্কার করি। কল্যাণী ও বুদ্ধিরূপা দেবীকে নমস্কার। সিদ্ধিরূপা দেবীকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।

নৈর্ঋতি-স্বরূপা (অলক্ষ্মী বা সংহাররূপিণী) দেবীকে নমস্কার; ভূপতিদিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপা দেবীকে নমস্কার। সর্ব্বাণীস্বরূপা তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

দুর্গা, দুর্গপারা (দুর্গত ব্যক্তিদের যিনি উদ্ধার করেন), সারা (সার বা শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপা) সর্ব্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধুম্রাস্বরূপ দেবীকে আমরা সতত নমস্কার করি।

যিনি অতিসৌম্যা (অত্যন্ত সুন্দরী) অথচ অতিরৌদ্রা (ভীষণ রুদ্ররূপিণী), সেই দেবীকে অতি বিনত হইয়া আমরা বারংবার নমস্কার করি। জগতের প্রতিষ্ঠারূপা (এই জগতের প্রাণশক্তি অর্থাৎ এই জগৎ যাতে প্রতিষ্ঠিত সেই) দেবীকে নমস্কার, কৃতিস্বরূপা দেবীকে নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণিনিবহে (প্রাণীসমূহে বা সকল প্রাণীতে) বিষ্ণুমায়া বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই দেবীকে বারংবার নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণিসমূহে চেতনারূপে অভিহিতা, সেই দেবীকে ভূয়োভূয়ঃ (পুনঃপুনঃ) নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণিনিবহে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই নিদ্রারূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই ক্ষুধারূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল (সমস্ত বা সমুদয়) ভূতেই (দ্রব্যে, পদার্থে, উপাদানে বা বস্তুতে) ছায়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল ভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই তৃষ্ণারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সকল প্রাণীতে ক্ষমারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সকল প্রাণীতে জাতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে লজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীসমূহে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে শোভারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতেই জীবিকারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে স্মৃতি-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতেই সন্তোষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী সকল ভূতেই মাতৃস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রী এবং যিনি অখিল ভূতনিবহে ব্যাপ্তিরূপে বিদ্যমানা, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যিনি চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

পূর্ব্বে আমরা অভীষ্ট লাভ করিয়া যাঁহাকে স্তব করিয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার বহুদিন সেবা করিয়াছেন এবং যিনি মঙ্গলসমূহের কারণ; প্রচণ্ড দৈত্যপীড়িত হইয়া আমরা এক্ষণে যে ঈশ্বরীকে নমস্কার করিতেছি; ভক্তিবিনম্রশরীর হইয়া আমরা স্মরণ করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ্ বিনষ্ট করেন, সেই ঈশ্বরী দেবী আমাদের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করুন এবং বিপত্তি সকল বিনাশ করুন।

ঋষি কহিলেন, হে নৃপনন্দন! দেবগণ এই প্রকার স্তব করিতেছেন, এমন সময়ে পার্ব্বতী দেবী জাহ্নবীজলে (গঙ্গা) স্নান করিতে যাইবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই মনোহরভ্রূশালিনী (যার ভুরুজোড়া সুন্দর) পার্ব্বতী দেবগণকে কহিলেন, “আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?” এই সময়ে সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে শিবা দেবী উৎপন্না হইয়া বলিলেন; “সমরে নিশুম্ভকর্ত্তৃক পরাজিত ও তৎপরে শুম্ভকর্ত্তৃক নিরাকৃত (নিষ্কাশিত) দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া আমারই স্তব করিতেছেন।” অম্বিকা সেই পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে উৎপত্তি লাভ করেন, এইজন্য সমস্ত ভুবনে তিনি “কৌষিকী” বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই কৌষিকী দেবী, শরীর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে পর, পার্ব্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি কালিকা নামে কীর্ত্তিতা হইয়া হিমাচলে অবস্থিতি করিলেন।

তৎপরে অম্বিকা উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভাসুরের ভৃত্য চণ্ড এবং মুণ্ড নামে অসুরদ্বয় তাঁহার সেই মনোহর রূপ দর্শন করিল। ৩৭-৪২

তখন চণ্ড ও মুণ্ড, শুম্ভাসুরসমীপে (শুম্ভের কাছে) উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,— মহারাজ! অতীব সুমনোহরা কোন স্ত্রী হিমাচল শোভিত করত অবস্থান করিতেছে। মহারাজ! তাদৃশ (সেইরকম) উত্তম রূপ কোন স্থলে আর কেহই দেখে নাই। অতএব এ নারী কে, তাহা জানিয়া আপনি উহাকে গ্রহণ করুন। সেই অতি মনোহরাঙ্গী নারী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্থানীয়া। দৈত্যেশ্বর! সেই নারী স্বকীয় দেহদীপ্তি দ্বারা দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; আপনার তাঁহাকে দেখা উচিত। প্রভো (হে প্রভু)! ত্রৈলোক্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মণি ও শ্রেষ্ঠ গজাশ্ব প্রভৃতি যে সকল রত্ন আছে, তাহা সমস্তই আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। গজরত্ন ঐরাবত, ইন্দ্রের নিকট হইতে সমানীত হইয়াছে। ঐ ইন্দ্রের নিকট হইতে এই মনোহর পারিজাত তরু এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বও আনীত হইয়াছে। বিধাতার রত্নস্বরূপ যে অদ্ভুত হংসযুক্ত বিমান, তাহাও আনীত হইয়া আপনার অঙ্গনে স্থিতি করিতেছে। এই মহাপদ্ম নামে নিধিও (ধন বা রত্ন) কুবেরের নিকট হইতে সমানীত হইয়াছে। কিঞ্জল্কিনী নামে অম্লানপঙ্কজা মালা, সমুদ্র, আপনাকে প্রদান করিয়াছে। হে মহারাজ! বরুণের কাঞ্চনস্রাবী ছত্র আর এই যে রথবর (শ্রেষ্ঠ রথ) পূর্ব্বে প্রজাপতির নিকট ছিল, তাহাও আপনার গৃহে রহিয়াছে। যমের মরণপ্রদা যে শক্তি ছিল, হে ঈশ! তাহাও আপনি হরণ করিয়াছেন। বরুণের পাশাস্ত্র এবং সমুদ্রজাত সমুদায় রত্নরাজিও আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের অধীন রহিয়াছে। হে মহারাজ! অগ্নি আপনাকে বহ্নি দ্বারা পবিত্রীকৃত বস্ত্র ও উত্তরীয় প্রদান করিয়াছেন। হে দৈত্যেন্দ্র (শ্রেষ্ঠ দৈত্য বা দৈত্যদের রাজা)! এই সমস্ত রত্ন, আপনি আহরণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই স্ত্রীরত্নভূতা কল্যাণীকে আপনি কেন গ্রহণ করিতেছেন না? ৪৩-৫৩

ঋষি বলিলেন, তখন চণ্ড ও মুণ্ডের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাসুর শুম্ভ, সুগ্রীব নামে দূতকে দেবীর নিকট প্রেরণ করিল এবং তাহাকে বলিয়া দিল, “তুমি গমন করিয়া, আমার বাক্যানুসারে তাহাকে এইরূপ এইরূপ বলিবে আর যে প্রকারে সে অতি প্রীত হইয়া শীঘ্র এখানে আগমন করে, তুমি তাহাও করিও।” অতি শোভন পর্ব্বতপ্রদেশে যেখানে

পার্ব্বতী ছিলেন, সেই দূত সেইখানে গমন করত মধুর বাক্যে অথচ সামান্য কথায় তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ, ত্রৈলোক্যের পরমেশ্বর। তিনিই তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাই আমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। সকল দেবতাগণেই তাঁহার আজ্ঞা অব্যাহত, তিনি সকল দৈত্যারিকেই (দেবতাকেই) বিজয় করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৫৪-৫৮

তিনি বলিয়াছেন, এই অখিল ত্রৈলোক্য আমার। সমস্ত দেবগণও আমার বশীভূত ও অনুগত। আমিই পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞভাগ সকল ভোজন করিয়া থাকি। ত্রৈলোক্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সকলই আমার অধীন। কেবল সমুদ্রোদ্ভূত রত্নই যে আমার অধীন, তাহা নহে; ঐরাবতাদি যাহা গজরত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাও আমার অধীন। দেবেন্দ্রবাহন ক্ষীরোদ-মন্থনোদ্ভুত উচ্চৈঃশ্রবা নামে যে অশ্বরত্ন আছে, তাহাও দেবগণ ইন্দ্রের নিকট হইতে লইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক (প্রণাম সহকারে) আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য যে সকল রত্ন দেবতা, গন্ধর্ব্ব কিংবা সর্পগণের ছিল, হে শোভনে! এক্ষণে সে সমুদায় আমারই। হে দেবি! তোমাকে লোকমধ্যে স্ত্রীরত্নভূতা বলিয়া আমরা বিবেচনা করি! অতএব তুমি রত্নস্বরূপা, তুমি, আমাদিগের গৃহে আগমন কর; যেহেতু আমরাই রত্নসমূহের ভোগকর্ত্তা। হে চঞ্চলাপাঙ্গি (যার কটাক্ষ বা চোখের চোরা চাহনি চঞ্চল)! আমাকে অথবা মদনুজ মহাবিক্রম নিশুম্ভকে তুমি ভজনা কর; যেহেতু তুমি রত্নভূতা। আমাকে ভজনা করিলে তুমি অতুলনীয় পরমৈশ্বর্য্য লাভ করিবে। এই সকল বুদ্ধিপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া আমাকে ভজনা কর। ৫৯-৬৫

ঋষি কহিলেন, দূত এই কথা বলিলে, যিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই ভগবতী ভদ্রা দুর্গাদেবী গম্ভীর ও গূঢ়ভাবে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “হে দূত! তুমি সত্য কথাই বলিলে, এস্থলে তোমার কথা কিছুই মিথ্যা নহে। শুম্ভ ত্রৈলোক্যের অধিপতি, নিশুম্ভও তাদৃশ (সেই রকম) তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে একটি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা এস্থলে কি প্রকারে অন্যথা করিব? আমি অল্পবুদ্ধিত্ব প্রযুক্ত (অল্পবুদ্ধির জন্য) যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর; যে ব্যক্তি আমাকে যুদ্ধে জয় করিবে, যে আমার দর্প দূর করিবে এবং যে ব্যক্তি আমার প্রতিবল (সমান ক্ষমতার অধিকারী), সেই-ই আমার ভর্ত্তা

(পালনকারী অর্থাৎ স্বামী) হইবে।” এক্ষণে শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ আগমন করুক! যে সমর্থ হইবে, সে আমাকে জয় করিয়া শীঘ্র বিবাহ করুক। বিলম্বে প্রয়োজন কি? ৬৬-৭০

দূত বলিল, হে দেবি! তুমি গর্ব্বিতা হইয়াছ। আমার সমীপে এ প্রকার কথা বলিও না। ত্রৈলোক্যমধ্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভের অগ্রে কোন্ পুরুষ স্থির থাকিতে পারে? শুম্ভ-নিশুম্ভের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অনুচর অন্যান্য দৈত্যগণের সম্মুখে, দেবগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে না; তুমি একাকিনী স্ত্রী হইয়া কি প্রকারে স্থির থাকিবে? ইন্দ্রাদি দেবগণ, যুদ্ধে যে শুম্ভাদির সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে নাই, তুমি স্ত্রী হইয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে কিরূপে সম্মুখে যাইবে? সেই তুমি আমার কথানুসারে তাঁহাদের পার্শ্বে গমন কর; কেশাকর্ষণে প্রনষ্ট-গৌরবা হইয়া যাইও না (অর্থাৎ তোমার চুল ধরে টেনে নিয়ে গেলে তোমার গৌরব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হবে, সে অবস্থায় যেও না)। দেবী কহিলেন,—হে দূত! শুম্ভ এই প্রকার বলী এবং নিশুম্ভও অতি বীর্য্যবান্ ইহা সত্য, কিন্তু কি করিব? অল্পবুদ্ধিত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বে এ প্রকার প্রতিজ্ঞাবিষয়ে বিবেচনা করি নাই (অর্থাৎ অল্পবুদ্ধির জন্য প্রতিজ্ঞা করার সময় এই সম্ভাবনা ভেবে দেখিনি); তুমি গমন কর; আমি যাহা বলিলাম, তাহা সকলই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অসুরেন্দ্র শুম্ভকে বলিও; যাহা উচিত, সে তাহা করুক। ৭১-৭৬

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫॥

—

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচন বধ

ঋষি কহিলেন, দেবীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দূত ক্রোধপূর্ণ হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গমন করত সবিস্তারে সকল কথা বলিল। দূতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুররাজ শুম্ভ ক্রোধপূর্ব্বক দৈত্যাধিপতি ধূম্রলোচনকে বলিল,—হে ধূম্রলোচন! তুমি স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেই দুষ্টা নারীকে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক বিহ্বলা করত শীঘ্র আনয়ন কর। তাহার পরিত্রাণ করিবার জন্য অপর কেহ যদি সমুত্থান করে (রুখে দাঁড়ায়),—সে অমর (দেবতা), যক্ষ (এক ধরণের উপদেবতা) অথবা গন্ধর্ব্বই হউক, তাহাকে হনন করিবে। ঋষি কহিলেন,—শুম্ভের এবম্প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সেই ধূম্রলোচন নামে অসুর ষষ্টিসহস্র (৬০,০০০) অসুরের সহিত শীঘ্র গমন করিল। তৎপরে ধূম্রলোচন হিমাচল-সংস্থিত (হিমাচলে অবস্থিত) দেবীকে দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, যে দেবি! শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকট গমন কর। এখন তুমি যদি প্রীতিপূর্ব্বক মদীয় স্বামী (প্রভু) শুম্ভের নিকট উপস্থিত না হও, তবে এই আমি তোমাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা করত সবলে লইয়া যাইব! ১-৭

দেবী কহিলেন, দৈত্যেশ্বর শুম্ভ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে, তুমি স্বয়ং বলবান্ এবং সৈন্য-সমবেত। তুমি যদি আমাকে সবলে লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কি করিব? ঋষি কহিলেন, দেবী এই কথা বলিবা মাত্র সেই ধূম্রলোচন নামক অসুর তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারা সেই অসুরকে ভষ্মীভূত করিলেন। অনন্তর সেই অসুরসেনাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকার উপর তীক্ষ্ণ শর (তির বা বাণ), শক্তি ও পরশ্বধ (কুঠার) বৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন দেবীর বাহন সিংহ, ক্রোধে কেশর কম্পিত করিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করত অসুরসেনার উপর পতিত হইল এবং কাহাকেও করপ্রহার দ্বারা, কাহাকেও মুখ দ্বারা, কাহাকেও বা আক্রমণ দ্বারা ও কোন কোন মহাসুরকে অধর-প্রহার দ্বারা বিনষ্ট করিতে লাগিল। সিংহ কোন কোন অসুরের হৃদয় নখ দ্বারা পাটিত (বিদীর্ণ) করিল; হস্ততল প্রহার দ্বারা কোন কোন অসুরের মস্তককে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিল; কোন কোন অসুরের বাহু ও মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল এবং কেশর কম্পিত করিয়া

অন্যান্য অসুরগণের হৃদয় হইতে রক্ত পান করিল। ক্ষণকালমধ্যেই সেই দেবীবাহন মহাত্মা কেশরী অসুরগণের সেই মহাসৈন্যকে বিনাশ করিয়া ফেলিল। ৮-১৫

ধূম্রলোচন অসুরকে দেবী বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল সৈন্যকে দেবীর বাহন সিংহ বিনাশ করিয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যাধিপতি শুম্ভ সাতিশয় কুপিত হইল। কোপে তাহার অধর স্ফুরিত (কম্পিত) হইতে লাগিল। শুম্ভ তখন সেই চণ্ড ও মুণ্ডকে আজ্ঞা করিল, হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহুবলবেষ্টিত হইয়া সেই স্থলে গমন কর এবং গমন করিয়া সেই নারীকে শীঘ্র আনয়ন কর। তাহাকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অথবা বন্ধন করিয়া লইয়া আইস। যদি এই প্রকারে আনয়ন করিতে তোমাদের অসমর্থতা হয়, তবে বহুশস্ত্র-সমেত অসুরগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে হনন কর। সেই দুষ্টা ও সিংহ হত হইলে, তাহাকে সেই অবস্থায় বন্ধনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে। ১৬-২০

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥৬॥

—

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ডমুণ্ড বধ

ঋষি কহিলেন, অনন্তর শুম্ভের এই প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডমুণ্ড-প্রমুখ দৈত্যগণ চতুরঙ্গবল-সমন্বিত হইয়া অস্ত্রসমূহ উত্থাপিত করত গমন করিল। তাহারা গমন করিয়া দেখিল যে, প্রকাণ্ড সুবর্ণময় হিমাচলশিখরে সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হইয়া দেবী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। সেই অসুরগণ ও তাহাদের সমীপবর্ত্তী অন্যান্য অসুরগণ দেবীকে এই প্রকার অবলোকনান্তে (দেখার পর) চাপাকর্ষণ (ধনুকে টান দেওয়া) ও অসি (তলোয়ার) গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিবার (ধরার) নিমিত্ত উদ্যোগ করিল। তখন অম্বিকা সেই সকল শত্রুর প্রতি সাতিশয় ক্রোধ করিলেন। সেই কোপে দেবীর বদন তৎক্ষণাৎ কালীবর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর দেবীর ভ্রুকুটী-কুটিল ললাট-ফলক হইতে শীঘ্র আশ্চর্য্য খট্বাঙ্গ-ধারিণী (খাটের পায়ার মত দেখতে মুগুর ধারণ করে আছেন যিনি), নরমালা-বিভূষণা, অসিপাশায়ুধা (অসি ও পাশ নামক অস্ত্র ধারণ করে আছেন যিনি), করাল-বদনা ও কৃষ্ণবর্ণা এক দেবী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সেই দেবীর পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও মাংস সকল শুষ্ক; তিনি দেখিতে অতি ভয়ঙ্করী। তাঁহার বদন অতি বিস্তৃত, জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে, সুতরাং তাঁহার আকৃতি অতিশয় ভয়জনিকা (ভয় জাগায়)। তাঁহার নয়ন গাঢ়নিমগ্ন (ভেতরে ঢোকা বা কোটরাগত) ও রক্তবর্ণ এবং তাঁহার ভয়ঙ্কর নাদে দিক্ সকল আপূরিত। ১-৭

অনন্তর সেই ভয়ঙ্করী দেবী দৈত্য-সৈন্য-সমূহের উপর বেগে পতিত হইয়া মহাসুর সকলকে বিনাশ করিতে করিতে অসুরদিগের সৈন্যগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবী—পার্ষ্ণিরক্ষক (সেনাবাহিনীর পশ্চাৎ অংশ যারা রক্ষা করে), অঙ্কুশগ্রাহী যোদ্ধা (হাতির চালক বা মাহুত) ও ঘন্টার সহিত হস্তি সমূহকে এক হস্তে গ্রহণ করিয়া মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত যোধগণকে (যোদ্ধাদের) গ্রহণপূর্ব্বক মুখে নিক্ষেপ করিয়া অতি ভয়ঙ্কররূপে চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। কাহাকে কেশে, কাহাকে গলদেশে, কাহাকে বা পাদ (পা) দ্বারা আক্রমণ করিয়া, বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। সেই সকল অসুর-নিক্ষিপ্ত শস্ত্র ও মহাস্ত্রনিকরকে দেবী রোষপূর্ব্বক মুখে গ্রহণ করত দশন (দাঁত) দ্বারা চর্ব্বন করিতে লাগিলেন। বলবান্ প্রকাণ্ডশরীর অসুরগণের সৈন্যসমূহকে এই

প্রকারে মর্দ্দিত করত দেবী কাহাকেও ভক্ষণ করিলেন, কাহাকেও বা বিতাড়িত করিলেন। কোন কোন অসুর খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইল, আবার কেহ কেহ বা খট্বাঙ্গ-তাড়িত অথবা দন্তাগ্র দ্বারা প্রহৃত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। অসুরগণের সেই মহতী সেনা ক্ষণকালমধ্যে বিনাশিত হইল দেখিয়া চণ্ডাসুর, অতি ভীষণা সেই কালীদেবীর প্রতি বেগে ধাবমান হইল এবং মুণ্ডাসুর সেই ভীমাক্ষী (ভয়ঙ্কর চোখ যার) দেবীকে অতি ভয়ঙ্কর শরবৃষ্টি ও সহস্র সহস্র চক্র নিক্ষেপ করত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই চক্রসমূহও সেই দেবীমুখে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং প্রবেশকালে সেই চক্র সকল মেঘমধ্যে প্রবেশোন্মুখ বহুসূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর ভৈরবনাদিনী কালীদেবী অতিক্রোধে ভয়ঙ্কর হাস্য করিতে লাগিলেন। হাস্যকালে করালমুখ-মধ্যে দুর্দ্দর্শ (দুর্নিরীক্ষ্য বা দর্শন করা দুঃসাধ্য) দন্ত-সমূহের প্রভায় তিনি উজ্জ্বল হইলেন। তখন দেবী মহাসিংহের উপর উত্থানপূর্ব্বক চণ্ডাসুরের প্রতি ধাবমানা হইলেন এবং কেশাকর্ষণ করত সেই অসি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া মুণ্ড, দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। তখন দেবী ক্রোধে তাহাকেও খড়্গাঘাত দ্বারা ধরাশায়ী করিলেন। ৮-২০

অনন্তর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ (সেনাবাহিনীর বাকি অংশ যারা নিহত হয় নি) সুমহাবীর্য্য (মহাবীর) চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া ভয়াতুর হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিল। তৎপরে চণ্ড-মুণ্ডাসুরের মস্তক গ্রহণ করত কালী, কৌষিকী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রচণ্ড অট্টহাসের সহিত বলিলেন, আমি মহাপশু চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে হনন করিয়া তোমার নিকট উপহার প্রদান করিলাম; কিন্তু তুমি যুদ্ধযজ্ঞে নিজেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে হনন করিবে। ঋষি কহিলেন, সেই চণ্ড ও মুণ্ড নামক মহাসুরদ্বয়কে তদবস্থায় (সেই অবস্থায়) আনয়ন করিতে দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকা দেবী কালীকে অতি মধুর বাক্যে বলিলেন, “হে দেবি! চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া তুমি উপস্থিত হইয়াছ, এই জন্য লোকমধ্যে তুমি চামুণ্ডা বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে।” ২১-২৫

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥৭॥

—

অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ বধ

ঋষি কহিলেন, চণ্ডাসুর, মুণ্ডাসুর ও বহুসৈন্য নিপাতিত হইলে, ক্রুদ্ধ প্রতাপবান্ অসুরেশ্বর শুম্ভ সমস্ত অসুরসৈন্যকে যুদ্ধার্থ (যুদ্ধের জন্য) আদেশ করিল। শুম্ভ বলিল, অদ্য ষড়শীতি সংখ্যক (ছিয়াশি জন) উদ্যতায়ুধ (অস্ত্র উত্তলিত করে) দৈত্য-সেনাপতি এবং কম্বুবংশীয় চতুরশীতিসংখ্যক (চুরাশি জন) অসুরগণ স্বকীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য নির্গত হউক। কোটিবীর্য্যবংশীয় পঞ্চাশৎ (পঞ্চাশ জন) অসুর এবং ধুম্রবংশজাত একশত অসুর আমার আজ্ঞায় নির্গত হউক। কালক, দৌর্হদ, মৌর্য্য ও কালকেয় অসুরগণ সত্বর আমার আজ্ঞায় সজ্জিত হইয়া নির্গত হউক। অসুরপতি ভৈরব-শাসন (যার শাসন অতি ভয়ঙ্কর) শুম্ভ এই প্রকার আজ্ঞাপূর্ব্বক বহুসহস্র মহাসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। অতি ভীষণ সেই সৈন্যসমূহকে আগমন করিতে দেখিয়া চণ্ডিকা জ্যাশব্দে (ধনুকের গুণ বা ছিলার শব্দ যাকে টংকার বলা হয়) ভূতল হইতে অন্তরীক্ষলোক পর্য্যন্ত পরিপূরিত (পরিপূর্ণ) করিলেন। হে নৃপ (রাজা)! অনন্তর দেবীর বাহন সিংহ অতীব মহানাদ করিল, অম্বিকাও স্বীয় ঘন্টাশব্দে সেই সিংহধ্বনিকে দ্বিগুণিত করিলেন। ধনুর্গুণ, সিংহ ও ঘন্টাশব্দে দিঙ্মন্ডল (দিগন্ত) আপূরিত হইলে, দেবী কালী এরূপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, যে, তাহাতে সমুদায় শব্দই অভিভূত হইল (পরাজিত হল, অর্থাৎ বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেল)। সেই কালে কালীদেবীর আনন (মুখ) অতি বিস্তৃত হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া, দৈত্যসৈন্যগণ সরোষে চণ্ডিকা দেবীকে, কালীদেবীকে এবং সিংহকে বেষ্টন করিল। ১-১০

হে ভূপ! ইত্যবসরে অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং অমরশ্রেষ্ঠগণের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয় ও বিষ্ণুর শরীর হইতে পৃথক্ পৃথক্ অতিবীর্য্য বলযুক্ত শক্তিগণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া তত্তদ্দেবতার রূপ ধারণপূর্ব্বক চণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। যে দেবের যে প্রকার রূপ, যে প্রকার ভূষণ ও যে প্রকার বাহন, সেই দেবের শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত শক্তিও সেই প্রকার রূপ, সেই প্রকার ভূষণ এবং সেই প্রকার বাহনে মণ্ডিত হইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। হংসযুক্ত বিমানের উপরে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া যে ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন, তিনি ব্রহ্মাণী বলিয়া কীর্ত্তিত।

ত্রিশূলবরধারিণী মহাসর্পবলয়া অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষণা মাহেশ্বরী শক্তি বৃষভারোহণে আগমন করিলেন। শক্তিহস্তা গুহরূপিণী কৌমারী শক্তি ময়ূরবর বাহনে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। গরুড়োপারস্থিত বৈষ্ণবী শক্তি শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ ও খড়্গ ধারণ করত আগমন করিলেন। যজ্ঞবরাহ-রূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর যে শক্তি, তিনিও বরাহরূপ ধারণ করিয়া আগমন করিলেন। নরসিংহী শক্তি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া আগমন করিলেন, তাঁহার কেশরক্ষেপে নক্ষত্রসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। গজরাজোপরিস্থিতা সহস্রনয়না ইন্দ্রী শক্তি, হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া আগমন করিলেন; তাঁহার আকৃতি ইন্দ্রেরই অনুরূপ। ১১–২০

অনন্তর সেই সকল দেবশক্তি কর্ত্তৃক বেষ্টিত মহেশ্বর চণ্ডিকাকে বলিলেন, “এই সকল অসুরকে আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র হনন কর।” তৎপরে দেবীর শরীর হইতে অত্যুগ্রা অতি ভীষণা, শিবাশত-নিনাদিনী, চণ্ডিকা শক্তি নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই অপরাজিতা চণ্ডিকা দেবী, ধূম্রবর্ণ জটাশালী মহেশ্বরকে বলিলেন, হে ভগবন্! তুমি শুম্ভ এবং নিশুম্ভের নিকট দূত হইয়া গমন কর। গমন করিয়া অতি গর্ব্বিত শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত অন্য দানবগণকে বল যে, ‘হে দানবগণ! ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন, দেবগণ পুনর্ব্বার হবির্ভোজন করুন এবং তোমরা যদি জীবনে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে গমন কর। অথবা বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যদি তোমরা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও, তবে আগমন কর; আমার এ শিবাগণ তোমাদিগের শোণিতে তৃপ্তি লাভ করুক।’ সেই দেবী স্বয়ং শিবকে দৌত্যে নিযুক্ত করেন বলিয়া তিনি এই লোকে “শিবদূতী” এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। মহেশ্বরের নিকট হইতে দেবীর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অসুরগণ ক্রোধপূর্ব্বক যেখানে কাত্যায়নী আছেন, তথায় গমন করিল। উদ্ধতামর্ষ সেই অসুরগণ অগ্রেই সম্মুখস্থিত দেবীর উপর শর, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি বর্ষন করিতে লাগিল। সেই সকল অসুর-প্রক্ষিপ্ত বাণ, শূল, চক্র ও পরশ্বধ সকলকে চণ্ডিকা দেবী, আকৃষ্ট-ধনুর্মুক্ত মহা-বাণসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ২১–৩০

তৎকালে সেই চণ্ডিকা দেবীর সম্মুখে কালী কোন কোন অসুরকে শূলপাতে বিদারিত করত এবং কাহাকেও বা খট্বাঙ্গ দ্বারা পোথিত করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ যে যে

দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, সেই সেই দিকেই ব্রহ্মাণী শক্তি তাহাদিগের উপর কমণ্ডলুজল বর্ষণ করত তাহাদিগকে হতবীর্য্য ও হততেজা করিতে লাগিলেন। মাহেশ্বরী শক্তি ত্রিশূল দ্বারা ও বৈষ্ণবী শক্তি চক্র দ্বারা দৈত্যগণকে হনন করিলেন এবং অতিকোপনা কৌমারী শক্তি, শক্তি দ্বারা অনেক দৈত্য হনন করিলেন। ঐন্দ্রীশক্তি-প্রক্ষিপ্ত বজ্র দ্বারা বিদারিত শত শত দৈত্য-দানব রুধির বমন করিতে করিতে পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। বরাহমূর্ত্তি শক্তির মুখপ্রহারে বিধ্বস্ত, চক্রপ্রহারে বিদারিত এবং দশনাঘাতে ক্ষত-হৃদয় দৈত্যগণ নিপতিত হইতে লাগিল। গর্জ্জন দ্বারা দিক্ ও আকাশ আপূরিত করিয়া নারসিংহী শক্তি, নখ-বিদারিত অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। শিবদূতীর প্রচণ্ড অট্টহাস দ্বারা অভিহত হইয়া অসুরগণ পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল; তখন দেবী শিবদূতীও সেই পতিত অসুর-সমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিবিধ উপায়ে সেই মহাসুরগণকে মাতৃগণ ক্রোধ-সহকারে মর্দ্দন করিতেছেন দেখিয়া অনেক অসুরসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল। মাতৃগণ-পীড়িত দৈত্যগণ পলায়ন করিতেছে দেখিয়া রক্তবীজ নামে মহাসুর ক্রোধে যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। এই রক্তবীজাসুরের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত যখন ভূমিতে পতিত হয়, তখনই ভূমি হইতে তদনুরূপ একটি অসুর উৎপন্ন হয়। ৩১–৪০

সেই মহাসুর রক্তবীজ গদাপাণি হইয়া ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ঐন্দ্রী স্বকীয় বজ্র দ্বারা রক্তবীজকে তাড়িত করিলেন। তখন বজ্রপীড়িত রক্তবীজের শরীর হইতে যেমন শোণিত ক্ষরিত হইল, অমনি সেই ক্ষরিত শোণিত হইতে তদনুরূপ ও তৎসদৃশ-পরাক্রমশালী যোধসমূহ সমুত্থান করিল। তাহার শরীর হইতে যত রক্তবিন্দু পতিত হইল, তত পুরুষই উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষগণ বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে রক্তবীজের সদৃশ। সেই শোণিতবিন্দুসমূহ হইতে উৎপন্ন পুরুষগণও মাতৃগণের সহিত সেই রণক্ষেত্রে অত্যুগ্র শস্ত্রপাতে অতি ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনর্ব্বার ঐন্দ্রী যখন বজ্রপাতে ঐ অসুরের মস্তক ক্ষত করিলেন, তখন সেই ক্ষত স্থান হইতে রক্তপ্রবাহ বহিতে লাগিল এবং তাহা হইতে সহস্র সহস্র অসুর উৎপন্ন হইল। বৈষ্ণবী শক্তি যুদ্ধস্থলে চক্র দ্বারা তাহাকে আহত করিলেন এবং ঐন্দ্রী গদা দ্বারা তাহাকে তাড়িত করিলেন। বৈষ্ণবীর চক্রাঘাতে বিভিন্ন রক্তবীজের রুধিরস্রাব-সম্ভূত তদনুরূপ সহস্র সহস্র মহাসুরে জগৎ ব্যাপ্ত হইল। কৌমারী

শক্তি দ্বারা, বারাহী অসি দ্বারা ও মাহেশ্বরী ত্রিশূল দ্বারা সেই মহাসুরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই মহাসুর রক্তবীজও ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া গদা দ্বারা মাতৃ সকলকে পৃথক্ পৃথক্ আহত করিতে লাগিল। শক্তি-শূলাদি নানা প্রকার অস্ত্র দ্বারা আহত সেই রক্তবীজের শরীর হইতে যে রক্তসমূহ পতিত হইল, তদ্দ্বারা শত শত অসুর উৎপন্ন হইল। সেই অসুররক্ত-সম্ভূত অসুরগণ, সকল জগৎ ব্যাপিয়া ফেলিল; তখন দেবগণ সাতিশয় ভীত হইলেন। ৪১–৫১

সেই দেবগণকে এই প্রকার বিষণ্ণ দেখিয়া চণ্ডিকা ত্বরান্বিতা হইয়া কালীকে কহিলেন, হে চামুণ্ডে! তুমি বদন বিস্তৃত কর, আমার শস্ত্রপাত-সম্ভূত রক্তবিন্দু সকল এবং রক্তবিন্দু হইতে সমুৎপন্ন মহাসুরগণকে বেগবতী হইয়া এই বিস্তৃত বদনে গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করত রণক্ষেত্রে বিচরণ কর; এই প্রকারে এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে আর তাহারা উৎপন্ন হইতে পারিবে না। কালীকে এই কথা বলিয়া দেবী চণ্ডিকা শূল দ্বারা সেই অসুরকে অভিহিত করিলেন এবং কালী সেই আহত রক্তবীজের শোণিত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই রক্তবীজাসুর রণক্ষেত্রে গদা দ্বারা চণ্ডিকাকে আঘাত করিল; কিন্তু সেই গদাপ্রহারে দেবীর অল্পও বেদনা জন্মাইতে পারিল না। এ দিকে সেই আহত অসুরের শরীর হইতে যে সকল শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই সকল শোণিত মুখ দ্বারা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চামুণ্ডা দেবীর মুখমধ্যে রক্তপাতে যে সকল মহাসুর উৎপন্ন হইল, তিনি সেই সকল অসুরগণকে শোণিতের সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। চামুণ্ডা এই প্রকারে রক্তবীজের শোণিত-সমূহ পান করিলে চণ্ডিকা দেবী তাহাকে শূল, বজ্র, বাণ, অসি ও ঋষ্টিসমূহ দ্বারা হনন করিলেন। অনন্তর হে মহীপাল! নীরক্ত রক্তবীজ সমাহত হইয়া ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। হে নৃপ! তদনন্তর দেবগণ অতুল হর্ষ লাভ করিলেন এবং মাতৃগণ অসুরগণের রক্তপানে মদোদ্ধত হইয়া নৃত্য করিলেন। ৫২–৬২

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮॥

—

নবম অধ্যায়—নিশুম্ভ বধ

রাজা কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি রক্তবীজ-বধ-বিষয়ক অদ্ভুত দেবী-চরিত্র মাহাত্ম্য আমার নিকটে বলিলেন; এক্ষণে রক্তবীজ নিহত হইলে অতিকোপন শুম্ভ ও নিশুম্ভ যে কর্ম্ম করিল, তাহা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। ঋষি কহিলেন, সমরে রক্তবীজ নিপাতিত হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয় সাতিশয় কোপান্বিত হইল। অনন্তর সেই সকল সৈন্য নিহত হইতেছে দেখিয়া অতিক্রোধে শ্রেষ্ঠসৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া নিশুম্ভাসুর দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল। নিশুম্ভের সম্মুখে, পৃষ্ঠদেশে ও উভয় পার্শ্বে স্থিত মহাসুরগণ ওষ্ঠপুট দংশন করত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে নিহত করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। স্ববলবেষ্টিত মহাবীর্য্য শুম্ভাসুরও মাতৃগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবীকে হনন করিবার নিমিত্ত কোপে আগমন করিল। তখন দেবীর সহিত জলবর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় অতি প্রচণ্ড শরবর্ষণকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। চণ্ডিকা সেই অসুরদ্বয় নিক্ষিপ্ত শরসমূহকে স্বীয় শরসমূহ দ্বারা শীঘ্র ছেদন করিয়া, শস্ত্র-নিকর দ্বারা অসুরেশ্বরদ্বয়ের অঙ্গসমূহে তাড়না করিতে লাগিলেন। ১–৮

নিশিত খড়্গ ও সুপ্রভ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিশুম্ভ দেবীর উত্তম বাহন সিংহের মস্তকে তাড়না করিল। বাহনকে তাড়িত দেখিয়া দেবী খুরপ্র (অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ বিশেষ, এক প্রকার অস্ত্র) দ্বারা নিশুম্ভের উত্তম অসি ছিন্ন করিলেন এবং অষ্টচন্দ্রক চর্ম্মও ছেদন করিলেন। খড়্গ ও চর্ম্ম ছিন্ন হইলে সেই নিশুম্ভাসুর শক্তি নিক্ষেপ করিল; দেবীও সেই অভিমুখাগত শক্তিকে চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কোপপূরিত অসুর শূল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিল; দেবী আগতপ্রায় সেই শূলকে মুষ্টিপাত দ্বারা চূর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই অসুরও গদা ভ্রমণ করাইয়া নিক্ষেপ করিল, সেই গদাও দেবীর ত্রিশূলাঘাতে ভিন্ন হইয়া ভস্মীভূত হইল। অনন্তর পরশু হস্তে আগত সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ নিশুম্ভকে বাণ-নিকর দ্বারা আঘাত করিয়া দেবী ভূমিতে পাতিত করিলেন। ভীমবিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূমিতে পাতিত হইল দেখিয়া শুম্ভাসুর অতিশয় ক্রোধে দেবীকে হনন করিবার নিমিত্ত গমন করিল। ৯–১৫

সেই শুম্ভাসুর, উন্নত অতুলনীয় অষ্টভুজে উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল ধারণপূর্ব্বক অশেষ আকাশ ব্যাপিয়া রথের উপর অবস্থিত ছিল। তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া দেবী শঙ্খ বাদ্য করিলেন, অতীব দুঃসহ ধনুকের জ্যাশব্দ করিলেন এবং সমস্ত দৈত্য-সৈন্যের তেজোবিনাশকারী নিজ ঘণ্টাশব্দে দিক্ সকল পরিপূরিত করিয়া ফেলিলেন। হস্তিগণের মহামদ-বিদূরকারী মহানাদ দ্বারা সিংহও গগন, পৃথিবী ও দশদিক্ পরিপূরিত করিল। অনন্তর কালী আকাশে লম্ফ প্রদান করিয়া পরে হস্তদ্বয় দ্বারা পৃথিবীর উপর আঘাত করিলেন; সেই আঘাতশব্দে পূর্ব্বের সমস্ত শব্দই মন্দীভূত হইয়া গেল। শিবদূতীও শত্রুগণের অমঙ্গলকারী অতি উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। সেই সকল শব্দে অসুরগণ ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং পরে শুম্ভ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। যখন অম্বিকা শুম্ভকে "রে দুরাত্মন! থাক্ থাক্" এই কথা বলিলেন, তখন আকাশস্থিত দেবগণ জয়শব্দ করিতে লাগিলেন। শুম্ভাসুর আগমন করিয়া উগ্রদীপ্তি অতি ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিল, সেই বহ্নিরাশি সদৃশ আগত শক্তিকে দেবী মহোল্কা শক্তি দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিলোকান্তর ব্যাপ্ত হইয়া গেল এবং হে অবনীপাল! সেই নির্ঘাতশব্দ তৎকালীন অন্য শব্দসমুদয়কে জয় করিল। শুম্ভ প্রক্ষিপ্ত শত সহস্র শর দেবী স্বীয় উগ্র শর দ্বারা ছেদন করিলেন এবং শুম্ভও দেবী-প্রক্ষিপ্ত শত সহস্র শর স্বকীয় উগ্র শর দ্বারা ছেদন করিতে লাগিল। ১৬–২৫

অনন্তর সেই চণ্ডিকা দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া শূল দ্বারা শুম্ভাসুরকে আঘাত করিলেন এবং শূলাহত শুম্ভাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর নিশুম্ভাসুর চৈতন্যলাভ করিয়া কার্ম্মুক (ধনুক) ধারণ করত শরসমূহ দ্বারা দেবী কালী ও সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর দনুজপতি (দৈত্যপতি) নিশুম্ভ দৈত্য অযুত বাহু বিস্তার করিয়া চক্র ও আয়ুধ দ্বারা চণ্ডিকা দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তৎপরে বিপন্নজনের পীড়ানাশিনী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া সেই চক্র ও বাণ সকলকে স্বকীয় শরনিকর দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৬–২৯

অনন্তর দৈত্যসেনা-পরিবৃত নিশুম্ভ সেই দেবীকে হনন করিবার জন্য গদা গ্রহণ করিয়া অতিবেগে ধাবিত হইল। তখন আগতপ্রায় নিশুম্ভাসুরের গদাকে দেবী চণ্ডিকা শিতধার (শাণিত) খড়্গ দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন নিশুম্ভ শূল গ্রহণ করিল। অনন্তর শূল গ্রহণ করত সম্মুখে আপতিত নিশুম্ভাসুরকে দেবী অতিবেগে প্রক্ষিপ্ত নিজ শূল দ্বারা হৃদয়ে বিদ্ধ

করিলেন। অনন্তর শূল দ্বারা ভিন্ন সেই অসুরের হৃদয় হইতে অপর এক জন মহাবল ও মহাবীর্য্য পুরুষ দেবীকে "তিষ্ঠ (থাক্)" এই কথা বলিতে বলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সেই নিষ্ক্রান্তপ্রায় অসুরের মস্তক, দেবী হাস্যপূর্ব্বক ছেদন করিলেন। তখন সেই অসুর ভূমিতে নিপতিত হইল। ৩০–৩৪

অনন্তর দন্ত দ্বারা গ্রীবাদেশ চর্ব্বণ করত সিংহ অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিবদূতী এবং কালী অপরাপর অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কোন মহাসুর কৌমারী শক্তির শক্তি আঘাতে নির্ভিন্ন (খণ্ডিত) হইয়া নষ্ট হইল। ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জলস্পর্শে অন্য অনেক অসুর দূরীকৃত (বিতাড়িত) হইল; অপর অনেক অসুর মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে ভিন্ন হইয়া পতিত হইল এবং কোন কোন অসুরগণ বারাহীর তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল; অন্যান্য দানবগণকে বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ঐন্দ্রী-হস্তবিমুক্ত বজ্র দ্বারা আহত হইয়া অপর অসুরগণের মধ্যে কেহ বিনষ্ট হইল, কেহ কেহ বা মহাযুদ্ধ হইতে পলায়ন করিল। অবশিষ্ট যে সকল অসুর ছিল, তাহাদিগকে কালী, শিবদূতী ও সিংহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ৩৫–৩৯

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯ ॥

—

দশম অধ্যায়—শুম্ভ বধ

ঋষি কহিলেন, প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যগণকে হন্যমান দেখিয়া শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, হে বলিত্বাভিমান-দূষিতে! দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না। তুমি অভিমানিনী; কিন্তু যুদ্ধকালে অন্য সকল শক্তিগণের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ! দেবী কহিলেন, রে দুষ্ট! এই জগতে একা আমিই বিদ্যমানা। আমা ব্যতীত অপর দ্বিতীয়া কে আছে? এই সকল শক্তিস্বরূপা আমার বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করিতেছে দেখ। অনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ সমস্ত শক্তিসমূহ দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া গেলেন। তখন অম্বিকা একাকিনীই বিদ্যমানা রহিলেন। অনন্তর দেবী কহিলেন, রে শুম্ভ! আমি স্বকীয় বিভূতি দ্বারা এই স্থলে বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই সকল রূপের সংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী রহিয়াছি,—তুই স্থির হ। ১–৫

ঋষি কহিলেন, অনন্তর অবলোকনকারী দেবগণ ও অসুরগণের সম্মুখে দেবী ও শুম্ভাসুর, এই উভয়ের দারুণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পুনর্ব্বার সেই দেবী ও শুম্ভাসুরের শরবৃষ্টি, শাণিতশস্ত্র ও দারুণ অস্ত্রসমূহের পরস্পর প্রহার দ্বারা সর্ব্বলোকভয়-জনক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। চণ্ডিকা যে শত শত দিব্যাস্ত্র সকল প্রক্ষেপ করিলেন, সেই দিব্যাস্ত্রসমূহকে শুম্ভাসুর তৎপ্রতিঘাত-ক্ষম (সেইসব অস্ত্র প্রতিঘাতে সক্ষম) অস্ত্রসমূহ দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলিল এবং শুম্ভাসুর যে সকল দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিল, সেই সকল দিব্যাস্ত্রগণকেও পরমেশ্বরী চণ্ডিকা অবলীলাক্রমে উগ্র হুঙ্কারোচ্চারণাদি দ্বারা ভগ্ন করিলেন। অনন্তর সেই মহাসুর শত শত শর বৃষ্টি করিয়া দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিতা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা তাহার ধনুচ্ছেদন করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে দৈত্যপতি শক্তি গ্রহণ করিল; দেবী শুম্ভের করস্থিত সেই শক্তিকে চক্র দ্বারা ছেদন করিলেন। তখন দৈত্যাধিপেশ্বর শুম্ভ খড়্গ ও দীপ্তিসম্পন্ন শতচন্দ্রবিশিষ্ট চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেবীর প্রতি ধাবমান হইল। তখন আগতপ্রায় শুম্ভের খড়্গ ও সূর্য্যকিরণ সদৃশ নির্ম্মল চর্ম্মকে চণ্ডিকা ধনুর্ম্মুক্ত নিশিত (শাণিত) বাণসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন। ৬–১৩

তখন হতাশ্ব, হতসারথি ও ছিন্নধন্বা শুম্ভাসুর অম্বিকা বিনাশে উদ্যত হইয়া ভয়ঙ্কর মুদ্গর গ্রহণ করিল। দেবীও সম্মুখাগত অসুরের মুদ্গর নিশিত শরনিকর দ্বারা ছেদন করিলেন। তথাপি সেই মহাসুর মুষ্টি উদ্যত করিয়া অতিবেগে সেই দেবীর প্রতি ধাবিত হইল। দৈত্যপুঙ্গব সেই মুষ্টি দেবীর হৃদয়ে আঘাত করিল। দেবীও করতল দ্বারা শুম্ভের বক্ষঃস্থলে তাড়না করিলেন। করতল-প্রহারে পীড়িত হইয়া দৈত্যরাজ মহীতলে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার উত্থিত হইল। অনন্তর দেবীকে গ্রহণ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক শুম্ভ শূন্যে অবস্থিত হইল। দেবীও শূন্যে নিরবলম্বনা হইয়া তাহার সহিত নিযুদ্ধ (হাতাহাতি যুদ্ধ) করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকাশে শুম্ভ ও চণ্ডিকাদেবী, প্রথমে সিদ্ধ ও মুনিগণের বিস্ময়জনক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই অসুরের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দেবী তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করত ভ্রামিত করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ধরণীতলে নিক্ষেপ করিলেন। ১৪–২০

তখন দুষ্টাত্মা অসুর ধরণীতলে নিপতিত হইয়া অতিবেগে মুষ্টি উদ্যত করত চণ্ডিকার নিধনেচ্ছায় ধাবিত হইল। সেই সর্ব্বদৈত্যেশ্বর শুম্ভকে আগত দেখিয়া দেবী স্বকীয় শূল দ্বারা তাহার হৃদয় ভেদ করত তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন। দেবীর শূলাগ্র দ্বারা শুম্ভাসুরের হৃদয় বিক্ষত হইলে, সে গতপ্রাণ হইয়া যখন ভূমিতলে পতিত হইল, তৎকালে সমুদ্র, দ্বীপ ও পর্ব্বতের সহিত সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইল। অনন্তর সেই দুরাত্মা অসুর নিহত হইলে সকলই প্রসন্ন হইল—জগৎ অতীব স্বাস্থ্য লাভ করিল, গগন অতি নির্ম্মল হইল। যে সকল অনিষ্ঠসূচক মেঘ ও উল্কাগণ ইতিপূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, শুম্ভ নিপাতিত হইলে তাহারা অদৃশ্য হইল এবং নদী সকল পূর্ব্বতন পথ দ্বারা প্রবাহিত হইল। অনন্তর সেই অসুর নিহত হইল দেখিয়া সকল দেবগণের মানস অতিশয় হর্ষনির্ভর হইল, কোন গন্ধর্ব্ব মনোহর গান আরম্ভ করিল, কোন কোন গন্ধর্ব্বগণ বাদ্য করিতে লাগিল এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তখন অনুকূল বায়ু সকল বহিতে লাগিল, দিবাকর সুপ্রভ হইলেন, প্রশান্ত হোমাগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল এবং প্রশান্ত দিক্‌সমূহে শব্দ হইতে লাগিল। ২১–২৭

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১০॥

—

একাদশ অধ্যায়—দেবীর বরদান

ঋষি কহিলেন, দেবী সেই মহাসুরেন্দ্র শুম্ভকে বিনাশ করিলে, ইন্দ্র ও বহ্নিপুরঃসর দেবগণ ইষ্টলাভে সফলমনোরথ হইয়া প্রফুল্ল বদনে সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ বলিলেন, ১

হে শরণাগত-দুঃখহরে দেবি! প্রসন্না হও; হে অখিল-জগজ্জননি! প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি! প্রসন্না হও; তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি! তুমিই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী। ২

হে দেবি! তুমি জগতের অদ্বিতীয় আধারস্বরূপা; যেহেতু মহীস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। হে দেবি! তুমি জলস্বরূপে অবস্থান করত এই সকল বিশ্বের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছ। দেবি! তোমার বীর্য্য অলঙ্ঘনীয়। ৩

হে দেবি! তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী-শক্তি, তুমি সংসারের হেতুভূতা পরমা মায়া; তুমি সমস্ত বিশ্বকেই সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। হে দেবি! পৃথিবীতে তুমিই প্রসন্না হইয়া মুক্তির হেতু হও। ৪

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যাই তোমার মূর্ত্তিবিশেষ; হে জননী! তুমি একাই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। হে দেবি! অধিক আর কি বলিব, তুমিই স্তব্যগণের শ্রেষ্ঠা। ৫

তুমি সর্ব্বভূতস্বরূপে বিদ্যমানা, তুমি স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদান করিয়া থাক বলিয়া তোমার স্তব করি; কিন্তু দেবি! তোমার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের স্তব করিতে গেলে কোন্ উক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে? কিছুই না। কারণ তোমার গুণ নাই, নির্গুণের গুণকীর্ত্তনরূপ স্তব কি প্রকারে সম্ভবে? ৬

তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছ! হে স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী! হে দেবি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। ৭

হে বিশ্ববিনাশসমর্থে! তুমি কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে জগতের পরিণাম বিধান করিয়া থাক। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। ৮

হে সর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে (সমুদায় মঙ্গলস্বরূপা)! হে শিবে (পরমকল্যাণরূপিণী)! হে সর্ব্বার্থসাধিকে (সর্ব্বার্থসাধিনী)! হে শরণ্যে (সকলের রক্ষাকারিণী)! হে ত্র্যম্বিকে (ত্রিলোচনী)! হে গৌরি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। ৯

হে সনাতনি! হে গুণাশ্রয়ে! হে গুণময়ে! হে নারায়ণি! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তিস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। ১০

হে দেবি! হে নারায়ণি! তুমি শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণকারিণী এবং সকলের দুঃখহারিণী; তোমাকে নমস্কার। ১১

হে দেবি! নারায়ণি! তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কুশাভিমন্ত্রিত জল সেচন করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। ১২

হে নারায়ণি! তুমি মহেশ্বরীরূপে মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র ও নাগভূষণে ভূষিত হইয়া ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৩

হে অনঘে (নিষ্পাপ)! হে নারায়ণি! তুমি কৌমারী রূপ ধারণপূর্ব্বক ময়ূর ও কুক্কুট (মোরগ বা মুরগি) গণে পরিবৃত হইয়া মহাশক্তি ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৪

হে নারায়ণি! তুমি বৈষ্ণবী শক্তিরূপে রণস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গধনু (বিষ্ণুর ধনুক) রূপ মহাস্ত্রনিচয় ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও। ১৫

হে শিবে! হে নারায়ণি! তুমিই মহাবরাহরূপে জলমগ্না বসুন্ধরাকে পাতালতল হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রচণ্ড মহাচক্র ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৬

হে নারায়ণি! তুমি ভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপে দৈত্যগণের বধে উদ্যত হইয়া ত্রৈলোক্য ত্রাণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৭

হে নারায়ণি! তুমি ঐন্দ্রীয় শক্তিরূপে কিরীটোদ্ভাসিত মৌলী (মুকুটধারী) ও সহস্রনয়ন-শোভিতা হইয়া মহাবজ্র ধারণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৮

হে নারায়ণি! তুমি শিবদূতী স্বরূপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া উৎকট নিনাদ (গর্জন) দ্বারাই দৈত্যগণের মহতী সেনা বিনাশ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৯

হে নারায়ণি! তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা (বড় ও ভয়ঙ্কর দাঁত ও ভীতিজনক মুখবিশিষ্টা) চামুণ্ডারূপে শিরোমালা দ্বারা বিভূষিতা হইয়াছিলে এবং চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ২০

হে নারায়ণি! তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি-স্বরূপা; তুমি ধ্রুবা (নিত্যা); তোমাকে নমস্কার। ২১

হে নারায়ণি! তুমিই মেধা, সরস্বতী, শ্রেষ্ঠা, বাভ্রবী (দুর্গা), ভূতি (বিভূতি, আটটি ঐশ্বর্য যথা অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবশায়িতা) ও তামসী; তোমাকে নমস্কার। ২২

হে নিয়তে! হে ঈশে! তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সকলের ঈশ্বরী এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা; অতএব আমাদিগকে ভয়সমূহ হইতে রক্ষা কর। হে দুর্গে! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। ২৩

হে কাত্যায়নী! তোমার এই লোচনত্রয়-ভূষিত সৌম্য বদন, সকল ভূত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক; হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। ২৪

হে ভদ্রকালী! তোমার এই যে ত্রিশূল স্বভাবতই নিতান্ত প্রচণ্ড; তাহার উপর আবার শিখাসমূহ সমুদ্গত হওয়াতে, আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে; তুমি ইহা দ্বারা অশেষ অসুর সংহার করিয়াছ। এই ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক; তোমাকে নমস্কার। ২৫

শব্দ দ্বারা সমুদয় জগৎ আপূরণপূর্ব্বক যে ঘন্টা দৈত্যতেজঃসমূহের বিনাশ করে, তোমার সেই ঘন্টা পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিকূল জন হইতে রক্ষা করুক; হে চণ্ডিকে! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। ২৬

অসুরসমূহের রক্ত ও বসারূপ (মেদরূপ) পঙ্ক দ্বারা চর্চ্চিত ত্বদীয় হস্তশোভন খড়্গ আমাদিগের মঙ্গল করুক! ২৭

হে দেবি! তুমি তুষ্টা হইয়া অশেষ রোগ সকল বিনাশ কর এবং রুষ্টা হইলে সকল অভিলষিত প্রিয় অপহরণ কর। হে দেবি! তোমার আশ্রিত মনুষ্যগণের বিপদ্ থাকে না এবং তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা সকলের আশ্রয়স্বরূপ হয়। ২৮

হে দেবি অম্বিকে! তুমি নানারূপে বহুপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষ্টা মহাসুরগণকে এই প্রকার যে বিনাশ করিলে, ইহা আর কে করিতে পারে? ২৯

হে দেবি! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি এই বিশ্বকে বিদ্যাসমূহে, শাস্ত্রসমূহে, বিবেকপ্রদীপে, আদ্যবাক্যসমূহে (বেদাদিগ্রন্থে) অথবা অতি মহান্ধকারে মমত্ব-গর্ত্তে ভ্রমণ করাইতে পারে? ৩০

হে দেবি! যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে সর্পগণ, যেখানে শত্রুবর্গ, যেখানে দস্যুবল সমূহ ও যেখানে দাবানল, তুমি সেইখানে সেইখানেই এবং সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। ৩১

হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরী; যেহেতু এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বাত্মিকা; যেহেতু এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরগণেরও বন্দনীয়া; কারণ যে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিশ্বের আশ্রয়, তাঁহারাও তোমার প্রতি ভক্তি-নম্র হইতেছেন এবং যে সকল জন তোমার প্রতি ভক্তি-নম্র হন, তাঁহারও বিশ্বের আশ্রয় হন। ৩২

হে দেবি! প্রসন্না হও; যেমন অসুর বধ দ্বারা এক্ষণে রক্ষা করিলে, সেইরূপ আমাদিগকে অরিভয় (শত্রুভয়) হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর! হে দেবি! এই রূপে সদ্যঃ সকল জগতের

পাপগণ ও উৎপাতপরিণাম-জনিত মহোপসর্গ (উল্কাপাত প্রভৃতি) সকলকে প্রশান্ত কর। ৩৩

হে বিশ্বার্ত্তিহারিণী (বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ সন্তাপ যিনি হরণ করিয়া থাকেন) দেবি! প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ত্রৈলোক্যবাসিনী -পূজনীয়ে! লোকসমূহের বরদা হও (লোকেদের বরদান কর)। ৩৪

দেবী কহিলেন, হে সুরগণ (দেবগণ)! আমি বরদা (সকলকে বরদান করাই আমার স্বভাব); তোমরা ত্রিজগতের উপকারক যে বর মনে মনে ইচ্ছা কর, তাহা আমার নিকট যাজ্ঞা (প্রার্থনা) কর; আমি তাহা প্রদান করিব। দেবগণ কহিলেন, হে অখিলেশ্বরী (বিশ্বের ঈশ্বরী)! ত্রৈলোক্যের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নের প্রশান্তি কর এবং এইরূপে আমাদিগের শত্রুসমূহকে বিনাশ করিও—এই আমাদের বর। ৩৫–৩৬

দেবী কহিলেন, সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য মহাসুরদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবে; তখন আমি নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া তাহাদিগকেও বিনাশ করিব। পুনর্ব্বার পৃথিবীতলে অতি ভয়ঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া আমি বিপ্রচিত্তি দানবের বংশসম্ভূত বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকে বিনাশ করিব। সেই বৈপ্রচিত্ত নামে উগ্র অসুরগণের ভক্ষণকালে আমার দন্ত-সমূহ দাড়িমী-কুসুম (ডালিম গাছের ফুল) সদৃশ রক্তবর্ণ হইবে। অনন্তর স্বর্গে দেবতাগণ ও মর্ত্ত্যে মানবগণ স্তবকালে সতত আমাকে “রক্তদন্তিকা” বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। পুনর্ব্বার শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি দ্বারা জগৎ জলশূন্য হইলে মুনিগণ কর্ত্তৃক সংস্তুতা (যার স্তব বা মহিমাকীর্ত্তন করা হয়েছে এমন) হইয়া আমি অযোনিজারূপে উৎপন্ন হইব। তখন আমি শতনেত্র দ্বারা মুনিগণকে নিরীক্ষণ করিব; সেইজন্য মানবগণ আমাকে “শতাক্ষী” বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। ৩৭–৪৩

তৎপরে যতদিন বৃষ্টি না হইবে, ততদিন হে সুরগণ! স্বকীয় দেহ হইতে সমুৎপন্ন প্রাণধারক শাক দ্বারা অখিল লোককে পোষণ করিব। এইজন্য পৃথিবীতে আমি "শাকম্ভরী” নামে বিখ্যাতি লাভ করিব এবং সেই অনাবৃষ্টিকালে দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিব। তখন

আমার “দুর্গাদেবী” এই বিখ্যাত নাম হইবে। পুনর্ব্বার যখন আমি মুনিদিগকে রক্ষার জন্য হিমালয়ে ভীমরূপ (ভয়াবহ রূপ) ধারণ করিয়া রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব, তৎকালে সকল মুনিগণ নম্রমূর্ত্তি হইয়া আমাকে স্তব করিবেন এবং আমার “ভীমাদেবী” এই নাম বিখ্যাত হইবে। যৎকালে অরুণ নামে মহাসুর ত্রৈলোক্যে মহা বাধা করিবে, তৎকালে আমি অসংখ্যেয় ষট্পদসমন্বিত ভ্রামররূপ (অসংখ্য ছয় পা বিশিষ্ট ভ্রমরমূর্ত্তি) ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য সেই অসুরকে বধ করিব; এইজন্য লোকসমূহ চতুর্দ্দিক্ হইতে আমাকে “ভ্রামরী” বলিয়া স্তব করিতে থাকিবে। এই প্রকার যখন যখন দানব-সমুত্থিত বাধা উপস্থিত হইবে, তখন তখনই অবতীর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশ করিব। ৪৪–৫০

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১॥

—

দ্বাদশ অধ্যায়—দেবীমাহাত্ম্য ফলশ্রুতি

দেবী কহিলেন, এই সকল স্তব দ্বারা যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে আমার স্তুতি করিবে আমি তাহার সকল প্রকার বাধা নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিব। মধুকৈটভনাশ, মহিষাসুরবধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধরূপ মদীয় (আমার) মাহাত্ম্য একচিত্তে ভক্তিসহকারে যাহারা অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অথবা নবমী তিথিতে কীর্ত্তন করিবে বা শ্রবণ করিবে, তাহাদের পাপ কিংবা পাপজন্য আপদ্ কখনই থাকিবে না। তাহাদিগের দারিদ্র্য হইবে না; বন্ধু বিয়োগ হইবে না; শত্রু হইতে, দস্যু হইতে কিংবা রাজা হইতে কোন স্থলে ভয় থাকিবে না, এবং শস্ত্র, অনল ও জলসমূহ হইতেও ভয় থাকিবে না। অতএব মদীয় (আমার) মাহাত্ম্য সমাহিত হইয়া পাঠ করিবে ও শ্রবণ করিবে। আমার সেই মাহাত্ম্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গলের আগমন হয় যা দ্বারা, অর্থাৎ আপদ্ শান্তি কামনায় হোম ইত্যাদি বৈদিক মঙ্গলকর্ম্মের অনুষ্ঠান)। ১–৬

মদীয় এই মাহাত্ম্য মহামারী-সমুত্থিত নানাবিধ উপসর্গ ও ত্রিবিধ উৎপাত (ত্রিবিধ দুঃখ) দূর করে। যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য সম্যক্ প্রকারে প্রতিদিন পঠিত হয়, আমি সেই গৃহ পরিত্যাগ করি না; সেইখানে আমার সান্নিধ্য হয়। বলিপ্রদানে, পূজাসময়ে, হোমকার্য্য প্রভৃতি মহোৎসবে আমার এই সকল চরিত (কার্যকলাপ, জীবনবৃত্তান্ত) উচ্চারণ ও শ্রবণ করা উচিত। লোকগণ জ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, বা অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক, আমার বলিযুক্ত পূজা বা হোম করিলে, সেই পূজা ও হোম আমি গ্রহণ করি। শরৎকালে বার্ষিকী যে মহাপূজা কৃত হয়, সেই পূজাকালে আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মনুষ্য মৎপ্রসাদে (আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং ধন, ধান্য ও সুত-সমন্বিত হয়। ৭–১২

আমার এই মাহাত্ম্য, এই শুভ উৎপত্তির কথা এবং যুদ্ধসমূহে পরাক্রম শ্রবণ করিলে পুরুষ নির্ভয় হয়। তাহার রিপুগণ (শত্রুরা) বিনষ্ট হয় ও কল্যাণ হয়। মদীয় মাহাত্ম্য শ্রবণকারী পুরুষগণের কুল (বংশ) আনন্দযুক্ত হয়। সর্ব্বত্রই শান্তিকর্ম্মে, দুঃস্বপ্নদর্শনে ও ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়াকালে আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে; শ্রবণ করিলে উপসর্গ ও দারুণ গ্রহপীড়া সকল শান্ত হয় ও মনুষ্যদৃষ্ট দুঃস্বপ্নও সুস্বপ্নের ন্যায় সুফল প্রদান করে (অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন,

সুস্বপ্নে পরিণত হয়)। আমার এই সকল মাহাত্ম্য ভূতবিশেষপীড়িত বালকগণের শান্তিকারক, মনুষ্যদিগের সংঘাতভেদে উত্তম মৈত্রীকরণ (দলাদলি হলে, সেখানে মৈত্রী স্থাপন করে), অশেষ দুর্ব্বৃত্তগণের উৎকৃষ্ট বলহারক (দুর্ব্বৃত্তদের শক্তিনাশ করে) এবং পাঠমাত্রেই ইহা রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণের বিনাশ করে। ১৩–১৮

আমার এই সকল মাহাত্ম্যই আমার সন্নিধিকারক (সান্নিধ্যে বা নিকটে নিয়ে আসে)। উৎকৃষ্ট পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, প্রোক্ষণীয় (পূজার সময় পুরোহিত দ্বারা যে জল ছেটানো হয়) ও অন্যান্য বিবিধ ভোগ দ্বারা একবৎসরকাল দিবানিশি পূজা করিলে আমার যাদৃশ প্রীতি হয়, এই মাহাত্ম্য একবার মাত্র শ্রুত হইলেই আমার তাদৃশ প্রীতি হইয়া থাকে। আমার মাহাত্ম্য, শ্রুত হইলে, পাপ সকল হরণ করে এবং আরোগ্য প্রদান করে। আমার জন্মসমূহের কীর্ত্তন ভূতগণ হইতে রক্ষা করে। যুদ্ধসমূহে শত্রুনিবর্হণ যে মদীয় চরিত (আমার দৈত্যবিনাশকারী যুদ্ধের বিবরণ), তাহা শ্রবণ করিলে, পুরুষদিগের বৈরিকৃত (শত্রুজনিত) ভয় থাকে না। তোমরা যে সকল স্তুতি করিয়াছ, ব্রহ্মর্ষিগণ যে সকল স্তুতি করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা যে সকল স্তুতি করিয়াছেন; সেই সকল স্তব পঠিত হইলে শুভমতি প্রদান করে। ১৯–২৪

দস্যুজনে বেষ্টিত হইলে, মিত্ররহিত স্থানে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলে, সিংহ বা ব্যাঘ্র পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, বনে বনহস্তী দ্বারা অনুসৃত হইলে, ক্রুদ্ধ রাজা কর্ত্তৃক বধার্থ আদিষ্ট (আদেশপ্রাপ্ত) হইলে, বন্ধনগত হইলে (কেউ যদি বেঁধে রাখে), মহাসমুদ্রে পোতস্থ (নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি জলযানে অবস্থিত) হইয়া বায়ু দ্বারা আঘূর্ণিত হইলে, অতি ভয়ানক সংগ্রামে শস্ত্রসমূহ পতিত হইতে থাকিলে, অধিক কি, সর্ব্বপ্রকার ভয়ঙ্কর বিপত্তিতেই যন্ত্রণাভিভূত হইলে, মনুষ্য যদি মচ্চরিত্র (আমার কার্যকলাপ বা জীবনবৃত্তান্ত) স্মরণ করে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট হইতে মুক্ত হয়। মদীয় চরিত যে ব্যক্তি স্মরণ করে, তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া মৎপ্রভাবে (আমার প্রভাবে) সিংহাদি হিংস্রজন্তু, দস্যুগণ ও শত্রুসমূহ পলায়ন করে। ২৫–২৯

ঋষি কহিলেন, এই কথা বলিয়া চণ্ডবিক্রমা (ভীষণ পরাক্রম যার) চণ্ডিকা অবলোকনকারী দেবগণের সম্মুখ হইতে সেই স্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন। সেই নিহতবৈরী (যাদের শত্রু নিহত

হয়েছে) দেবগণও নির্ভয়ে যজ্ঞভাগ ভোজন করত স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিতে লাগিলেন। জগদ্বিধ্বংসী অতুল-বিক্রম দেবশত্রু শুম্ভ ও মহাবীর্য্য নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী কর্ত্তৃক হত হইলে, অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিল। ৩০–৩৩

হে ভূপ! সেই দেবী নিত্যা হইলেও, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি লাভ করিয়া জগতের পরিপালন করেন। সেই ভগবতী এই বিশ্বকে মোহিত করেন, তিনিই এই বিশ্বকে প্রসব করেন, এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। হে মনুজেশ্বর (মনু যিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তার থেকে জাত অর্থাৎ মনুর সন্তান অর্থাৎ মানবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাজা)! তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি প্রলয়সময়ে মহামারীস্বরূপিণী মহাকালীরূপে প্রাদুর্ভূতা হন। তিনি যথাকালে (বিনাশের সময়) মহামারী স্বরূপা এবং তিনি স্বয়ং নিত্যা অথচ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্বরূপা। সেই সনাতনী দেবী যথাসময়ে প্রাণীদিগের পালন করিয়া থাকেন। মঙ্গলসময়ে তিনিই মনুষ্যদিগের গৃহে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। তাঁহার অভাবে বিনাশের নিমিত্ত লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়া থাকেন। তাঁহার স্তব করিলে এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা পূজা করিলে তিনি ধন, পুত্র ও কর্ম্মে শুভমতি প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৪–৩৯

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১২॥

—

ত্রয়োদশ অধ্যায়—দেবীমাহাত্ম্য সম্পূর্ণ

ঋষি কহিলেন, হে রাজন! আপনার নিকট আমি এই উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য বলিলাম। যিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার প্রভাব এইরূপ। সেই ভগবতী বিষ্ণুমায়াই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে ও অন্যান্য বিবেকী ব্যক্তিগণকেও মোহিত করেন ও করিয়াছেন; এবং তাঁহার দ্বারাই ভবিষ্য ব্যক্তিগণ মোহিত হইবেন। হে মহারাজ! সেই ভগবতী পরমেশ্বরীরই শরণাপন্ন হউন। তাঁহার আরাধনা করিলেই মনুষ্যগণকে তিনি ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহামুনে (মুনি ক্রৌষ্টুকি)! অতিশয় মমতা এবং রাজ্যাপহরণ জন্য নিতান্ত দুঃখিত সেই নরাধিপ সুরথ, ঋষির এই বাক্য শ্রবণান্তর কঠোরব্রত-সম্পন্ন মহাভাগ সেই ঋষিকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। আর সেই বৈশ্যও ঐরূপে তপস্যার্থ গমন করিল। সেই রাজা এবং সেই বৈশ্য নদীপুলিনে (নদীতীরে) অবস্থান করিয়া ভগবতীর দর্শনার্থ উৎকৃষ্ট দেবীসূক্ত (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫তম সূক্ত, পরিশিষ্ট দেখুন) জপ করত তপস্যায় রত হইলেন। ১–৬

বৈশ্য এবং রাজা সেই পুলিনে (নদীতীরে) দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পুষ্প, ধূপ এবং হোমাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহারা কখন নিরাহারে, কখন বা নিয়মিতাহারে তদ্গতচিত্ত এবং সমাহিত হইয়া নিজ নিজ দেহের রক্তযুক্ত বলি প্রদান করিলেন। এইরূপে সংযতচিত্ত হইয়া তিন বৎসর আরাধনা করিলে পর জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষে (আবির্ভূতা হয়ে) বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ এবং হে কুলনন্দন বৈশ্য! তুমিও যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তোমরা আমার নিকট হইতে তৎসমস্ত প্রাপ্ত হও, আমি পরিতোষ সহকারে তাহা প্রদান করিতেছি।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর নৃপতি পরজন্মে অস্খলিতরাজ্য (যে রাজ্য চ্যুত হয় না, অর্থাৎ পরজন্মে রাজা যেন কখন রাজ্যচ্যুত না হন) এবং এই জন্মে বলপ্রকাশপূর্ব্বক শত্রু বধ করিয়া যাহাতে নিজ রাজ্য লাভ হয়, এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। আর নির্ব্বিণ্ণচিত্ত (নির্ব্বেদপ্রাপ্ত অর্থাৎ সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করে বিরক্ত, উদাসীন ও আসক্তিহীন) প্রাজ্ঞ সেই বৈশ্যও "ইহা আমার"

এবং “এই আমি” এইরূপ অভিমানমূলক সঙ্গবিচ্যুতিকারী জ্ঞান (মমতার কারণ যে আসক্তি, তার বিনাশ হতে পারে এমন জ্ঞান) প্রার্থনা করিলেন। ৭–১২

দেবী কহিলেন,—“হে নৃপতে! তুমি অল্প দিনের মধ্যেই শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং তৎপরে তোমাকে আর রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে না। পশ্চাৎ মৃত্যুর পরে সূর্য্যদেব হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া (দেহাবসানের পরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে) পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে বিখ্যাত মনু হইবে। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তুমিও আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিলে, তোমার সিদ্ধির নিমিত্ত তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি; তোমার জ্ঞান হইবে।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন, দেবী তাঁহাদিগকে এইরূপে যথাভিলষিত (যেমন চেয়েছে তেমন) বর প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারাও (রাজা ও বৈশ্য) ভক্তিপূর্ব্বক (দেবীর) স্তব করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ দেবীর নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব হইতে উৎপত্তি লাভ করত পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে মনু হইবেন। ১৩–১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৩ ॥

—

টীকা

১. মার্কণ্ডেয়—মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র। ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি ভৃগু; ভৃগুর পুত্র বিধাতা, আর বিধাতার পুত্র মৃকণ্ডু। সেই মৃকণ্ডুর পুত্র হলেন মার্কণ্ডেয়। ইনি পরম শিবোপাসক ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। ষোল বছরের পরমায়ু নিয়ে জন্মেছিলেন। ছোটবেলাতেই সমস্ত বেদের জ্ঞান তার অধিগত ছিল। শিবের কৃপায় স্বয়ং যমরাজ তাঁর প্রাণ নিতে পারেন নি। সেই থেকেই শিব মৃত্যুঞ্জয় নামে খ্যাত হয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম ছিল হিমালয়ের উত্তরভাগে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে। মার্কণ্ডেয় ঋষিকে আমরা মহাভারতেও বহুবার পাই। বণপর্বে পাণ্ডবদের তিনি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন।

২. মনু—হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টি এবং ধ্বংস চক্রাকারে চলতে থাকে। দেবতারাও জন্ম মৃত্যুর অধীন। ব্রহ্মা সৃষ্টির দায়িত্বে আছেন। ব্রহ্মার একদিনকে (শুধুমাত্র দিন, রাত নয়; দিন ও রাত মিলিয়ে হয় অহোরাত্র) বলা হয় কল্প। তাঁর একদিনের শেষে, তিনি নিদ্রিত হলে প্রলয় আসে। সে সময় কারণসলিলে অনন্ত নামক মহাসর্পের উপর বিষ্ণু নিদ্রিত থাকেন। পুনরায় ব্রহ্মার দিন হলে, তিনি সৃষ্টি করেন। এখন, একটি কল্পে, অর্থাৎ ব্রহ্মার একদিনে ১৪টি মন্বন্তর আসে। প্রতিটি মন্বন্তরে শাসন করেন একজন মনু। তার মানে, প্রতি কল্পে ১৪ জন মনুর রাজত্ব পরপর আসে। প্রতিটি মন্বন্তরে ৭১টি চতুর্যুগ আসে। এক একটি চতুর্যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারযুগ নিয়ে তৈরী। প্রতিটি মন্বন্তরের শেষে নতুন দেবতারা, নতুন ইন্দ্র এবং নতুন সপ্ত ঋষি আসেন। একজন ব্রহ্মার পরমায়ু ১২০ ব্রহ্মবর্ষ; একে বলা হয় মহাকল্প। একটা কথা বলে রাখি যে, মানুষের বছর বা দিন, দেবতাদের দিন বা বছর এবং ব্রহ্মার দিন বা বছর এক নয়। মানুষের এক বছরে দেবতাদের একটি অহোরাত্র। দেবতাদের ৩৬০টি অহোরাত্র নিয়ে এক দেববর্ষ হয়। ১২,০০০ দেববর্ষ নিয়ে চতুর্যুগ। ৭১টি চতুর্যুগ নিয়ে মন্বন্তর, ১৪টি মন্বন্তর নিয়ে ১টি কল্প, ২টি কল্প নিয়ে ব্রহ্মার একটি অহোরাত্র। ৩৬০টি ব্রহ্মার অহোরাত্র বিয়ে একটি ব্রহ্মবর্ষ। যাইহোক, মহাকল্পের পরে ব্রহ্মা মারা গেলে মহাপ্রলয় আসে; মহাপ্রলয়ের শেষে নতুন ব্রহ্মা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে শ্বেত বরাহ কল্প চলছে। এই কল্পে, সপ্তম মনুর রাজত্ব চলছে। এঁর

নাম বৈবস্বত মনু। এই মন্বন্তরে যিনি ইন্দ্রপদে রয়েছেন তাঁর নাম পুরন্দর। এর আগে যথাক্রমে স্বয়ম্ভুব মনু, স্বারোচিষ মনু, উত্তম মনু, তামস মনু, রৈবত মনু, এবং চাক্ষুষ মনুর রাজত্বকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। অষ্টম মনু, যিনি ভবিষ্যতে আসবেন তাঁর নাম সাবর্ণি মনু। তিনি তাঁর পূর্বজন্মে ছিলেন রাজা সুরথ, যাঁর কথা এখানে বলা হচ্ছে। দেবীর আশীর্ব্বাদে তিনি ভবিষ্যতে সাবর্ণি মনু হিসেবে জন্ম নেবেন ও দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৩. বসু—এখানে বসু বলতে অষ্টবসুর কথা বলা হচ্ছে। প্রজাপতি দক্ষ, যিনি ব্রহ্মার ডান অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তাঁর অনেকগুলি কন্যা ছিল। তারমধ্যে এক কন্যার নাম বসু; তার বিয়ে হয়েছিল ধর্মদেবের সঙ্গে। ধর্মদেবও ব্রহ্মার থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। বসুর গর্ভে ধর্মদেবের আট পুত্র জন্ম নেয়, এদের অষ্টবসু বলা হয়। এরা হচ্ছে গণদেবতা। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে এদের নাম হল আপ, ধ্রুব, সোম, ধর্ম, অনিল, অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভাস। অষ্টবসু একদিন তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তারা ঋষি বসিষ্ঠের আশ্রমে এসে পরে। সেখানে তারা নন্দিনী নামক একটি সুন্দর গরুকে দেখতে পায়। নন্দিনী বসিষ্ঠের অত্যন্ত প্রিয় গরু। প্রথম বসু অর্থাৎ আপের স্ত্রীর গরুটি খুব পছন্দ হয়ে যায়। স্ত্রীকে খুশি করতে আপ নন্দিনীকে চুরি করে নিয়ে যায় আশ্রম থেকে। অন্য বসুরাও তার সাথে এই অপকর্মে লিপ্ত ছিল। বসিষ্ঠ ফিরে এসে তপস্যার প্রভাবে সবই জানতে পারেন এবং অষ্টবসুকে শাপ দেন যে তাদের মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে। অষ্টবসু তখন ঋষির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বসিষ্ঠ তখন করুণাবশতঃ শাস্তি কমিয়ে দেন। বলেন যে সামান্য সময়ের জন্য তাদেরকে জন্ম নিতে হবে, কিন্তু যে আপ যে চুরি করেছিল তাকে দীর্ঘ জীবন পৃথিবীতে কাটাতে হবে। অষ্টবসু তখব গঙ্গাদেবীকে গিয়ে বলেন যে আমরা শাপগ্রস্ত হয়েছি; এখন আপনি যদি দয়া করে পৃথিবীতে কোন রাজাকে বিবাহ করেন তাহলে আপনার গর্ভে জন্ম নিয়ে আমরা শাপমুক্ত হতে পারি। গঙ্গাদেবী রাজি হন, এবং চন্দ্রবংশীয় রাজা শান্তনুকে বিবাহ করেন।

৪. লোক—ব্রহ্মাণ্ডে মোট ১৪টি লোক রয়েছে। পৃথিবী হচ্ছে ভূলোক। এর উপরে রয়েছে ভূবর্লোক বা অন্তরীক্ষ। তার উপরে স্বর্লোক। এর উপরে একে একে রয়েছে মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, এবং সবার উপরে সত্যলোক (বিষ্ণুপুরাণে বিশদে বিবরণ রয়েছে)।

জনলোক, তপলোক ও সত্যলোককে মিলিত ভাবে বলা হয় ব্রহ্মলোক। ভূলোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত এই সাতটি লোক হল দেবলোক। স্বর্লোক থেকে সত্যলোক পর্যন্ত এই পাঁচটি হল স্বর্গলোক। সত্যলোকের উপরে আছে দেবী ভগবতীর বাসস্থান মণিদ্বীপ (দেবীভাগবতপুরাণে বিশদে বিবরণ রয়েছে); যা ১৪ লোকের হিসেবের বাইরে। ভূলোকের নীচে রয়েছে পাতাললোক। সপ্তপাতাল অর্থাৎ সাতটি পাতাললোক রয়েছে। সেগুলি হল অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং সবার নীচে পাতাল (ভাগবতপুরাণে বিশদে বিবরণ রয়েছে)। পাতালের নীচে রয়েছে সহস্রমস্তক বিশিষ্ট মহাসর্প অনন্ত বা আদিশেষ। স্বর্গলোক, ভূলোক বা পৃথিবী বা মর্ত্য এবং পাতাললোক এই তিনকে একত্রে বলা হয় ত্রৈলোক্য বা ত্রিলোক।

৫. গণ—শিবের অনুচর। রুদ্র স্বয়ং এদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন নিজের রূপের অনুরূপে। এদের মাথায় জটা, তাতে শোভা পায় অর্দ্ধচন্দ্র, গ্রীবা নীল বর্ণের। এরা ত্রিনয়ন বিশিষ্ট। এরা সংখ্যায় কোটি কোটি। বিভিন্ন দলপতির অধীনে এরা থাকে। যেমন শঙ্খকর্ণের অধীনে ১ কোটি গণ রয়েছে। কেকরাক্ষের অধীনে রয়েছে ১০ কোটি। বিকৃতের অধীনে গণের সংখ্যা ৮ কোটি। এরকম আরো অনেক গণাধিপতি রয়েছে, যাদের অধীনে কোটি কোটি গণ রয়েছে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী, অদম্য সাহসী, ধ্বংসের মূর্ত প্রতীক। সতীর মৃত্যুর পর দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করার জন্য মহাদেব এদেরকেই পাঠিয়েছিলেন বীরভদ্রের নেতৃত্বে। এরা সমস্ত দেবতাদের পরাজিত করেছিল এবং বীরভদ্র দক্ষের মাথা কেটে ফেলেছিল। শিবপুরাণে এদের সম্বন্ধে বিশদে বলা আছে।

৬. ত্রিবিধ দুঃখ—সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে এই সংসার দুঃখময়; ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাত মানুষকে পেতে হয়। এই তিন প্রকার দুঃখ হল—আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ। আধ্যাত্মিক দুঃখ অর্থাৎ নিজের শরীর ও মন থেকে জাত দুঃখ। যেমন শরীর খারাপ হওয়া বা অসুখ, মন খারাপ হওয়া বা শোক পাওয়া। আধিভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ অন্য বস্তু বা জীব থেকে প্রাপ্ত দুঃখ যেমন ছুরিতে হাত কেটে যাওয়া বা অস্ত্রের আঘাত পাওয়া, শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, কোন জীব দ্বারা আক্রান্ত হওয়া—কুকুরের কামড় বা সাপের কামড় খাওয়া ইত্যাদি। আধিদৈবিক দুঃখ অর্থাৎ দৈব দুর্বিপাক যেমন

বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি থেকে জাত দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে শান্তি কামনায় তিনবার শান্তি বলা হয়, অর্থাৎ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

পরিশিষ্ট

সংস্কৃত স্তব

প্রথম স্তব

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১.৫৪-৬৭)

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥৫৪
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥৫৫
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥৫৬
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥৫৭
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥৫৮
প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রিমহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥৫৯
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥৬০
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূষুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥৬১
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥৬২
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥৬৩
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥৬৪
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান ভবেৎ॥৬৫
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধূকৈটভৌ॥৬৬
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥৬৭

—

দ্বিতীয় স্তব

মহিষাসুর বধের পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীবন্দনা (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪.২-২৬)

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥২
যস্যা প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥৩
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥৪
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥৫
হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥৬
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥৭
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥৮

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্ যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥৯
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥১০
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥১১
দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রূকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥১২
দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কূলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥ ১৩
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৪
ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥১৫
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥১৬
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে

কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥১৭
দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থ্যং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ ১৮
খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ॥১৯
দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥২০
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥২১
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥২২
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘন্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ॥২৩
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥২৪
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥২৫
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥২৬

—

তৃতীয় স্তব

<u>শুম্ভ নিশুম্ভ কর্ত্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তব (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫.৭-৩৬)</u>

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ॥৭
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ॥৮
নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥৯
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥১০
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥১১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতাঃ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৩
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৫
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৭
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৯
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩১
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩২
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥৩৩
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩৪
স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥৩৫

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥৩৬

—

চতুর্থ স্তব

শুম্ভ নিহত হলে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীবন্দনা (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১.২-৩৪)

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥২
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥ ৩
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥ ৪
বিদ্যাঃ প্রমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥ ৫
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৬
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৭
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১০
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণী।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৪
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদবৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৫

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৬
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৭
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৮
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৯
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২০
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২১
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২২
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২৩
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥ ২৪
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥ ২৫
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘন্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব॥ ২৬
অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৭
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ২৮
এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ ২৯
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩০
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দানবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩১
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩২
দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৩
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৪

—

দেবীসূক্ত

ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১২৫তম সূক্ত

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥১
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥২
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥৫
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ॥৬
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥৭
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব॥৮

—

বাংলা অর্থসহ সংস্কৃত স্তব

প্রথম স্তব

<u>ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১.৫৪-৬৭)</u>

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥৫৪

হে ব্রহ্মস্বরূপে! হে নিত্যে! তুমি দেবগণের হবির্দান-মন্ত্র (যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দেওয়ার সময় যে মন্ত্র বলা হয়) স্বাহা স্বরূপা; তুমি পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদানমন্ত্র (পিণ্ডদানের মন্ত্র) স্বধা-স্বরূপা; তুমিই বষট্‌কার (যজ্ঞে দেবতাদের আহ্বানমন্ত্র) ও অকারাদি স্বরবর্ণ; হে দেবি তুমি সুধা স্বরূপা; তুমিই বর্ণসমূহে হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতরূপ মাত্রাত্রয়-রূপা।

অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥৫৫

যে অর্দ্ধমাত্রার উচ্চারণ বিশেষরূপ হয় না, তুমিই সেই অর্দ্ধমাত্রারূপে স্থিতা। হে দেবি! তুমিই সেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী-স্বরূপা। হে দেবি! তুমিই সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা জগজ্জননী প্রকৃতিস্বরূপা।

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥৫৬

হে দেবি! তুমিই এই জগতের সৃষ্টি করিতেছ, তুমিই ইহাকে ধারণ করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন করিতেছ এবং প্রলয়কালে তুমিই এই জগৎকে গ্রাস করিয়া থাক।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥৫৭

তুমি সর্গকালে (উৎপত্তির সময়) সৃষ্টিরূপা, তুমি পালনে স্থিতিরূপা, এবং হে জগন্ময়ি! এই জগতের বিনাশকালে তুমিই সংহাররূপা।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥৫৮

হে দেবি! তুমি মহাবিদ্যা, তুমি মহামেধা, তুমি মহামায়া, তুমি মহাস্মৃতি; হে দেবি! তুমি মহামোহ-জনিকা মহাদেবী এবং মহাসুরী।

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রিমহারাত্রির্ম্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥৫৯

হে দেবি! তুমি সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ স্বরূপে সকল চরাচরেরই প্রকৃতি। তুমি কালরাত্রি অর্থাৎ ভয়ঙ্কর যমস্বরূপা। তুমি মহারাত্রি, অর্থাৎ বস্তু মাত্রের আবরক তমোময় প্রলয়-স্বরূপা। তুমি ভয়ঙ্কর মোহরাত্রি অর্থাৎ জগতের মোহ-জনক সংসার-স্বরূপা।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥৬০

হে দেবি! তুমি শ্রী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি লজ্জা, তুমি বুদ্ধি এবং তুমি দিব্যজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য। তুমি লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তিস্বরূপা (ক্ষমাস্বরূপা)।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূষুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥৬১

তুমি খড়্গিনী (যার হাতে খড়্গ), শূলিনী (যার হাতে শূল), গদিনী (যার হাতে গদা), চক্রিণী (যার হাতে চক্র), শঙ্খিনী (যার হাতে শঙ্খ) এবং চাপিনী (যার হাতে ধনুক)। হে দেবি! বাণ, ভূষুণ্ডী (লাঠি) এবং পরিঘও (মুগুরও) তোমার অস্ত্র।

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥৬২

হে দেবি! তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা, অধিক কি, জগতে যত প্রকার সুন্দর পদার্থ আছে, তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা সুন্দরী। হে দেবি! তুমি শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতরা এবং তুমিই শ্রেষ্ঠতরদিগেরও ঈশ্বরী।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সৰ্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥৬৩

হে অখিলাত্মিকে! যাহা কিছু ভাব ও অভাবরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের যে শক্তি, তুমিই সেই শক্তিস্বরূপা, অতএব তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিব?

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥৬৪

হে দেবি! জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সেই ভগবান বিষ্ণুকেই যখন তুমি নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়াছ, তখন আর কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহর্মীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান ভবেৎ॥৬৫

হে দেবি! বিষ্ণু, ঈশান (শিব) ও আমাকে যখন তুমিই শরীর গ্রহণ করাইয়াছ, তখন অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে?

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্তৈরুদারৈর্দ্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥৬৬

হে দেবি! সেই তুমি এই প্রকার স্বকীয় উদার প্রভাব-বর্ণন দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া এই দুরাধর্ষ মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে মোহিত কর।

প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥৬৭

এবং জগৎস্বামী অচ্যুতকে প্রবোধিত কর। হে দেবি! এই মহাসুরদ্বয়কে বিনাশের জন্য শীঘ্র এই ভগবান্ বিষ্ণুর সংজ্ঞা দান কর।

—

দ্বিতীয় স্তব

<u>মহিষাসুর বধের পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীবন্দনা (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪.২-২৬)</u>

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥২

যাঁহার স্বকীয় প্রভাব দ্বারা এই চরাচর জগৎ বিস্তারিত হইয়াছে, সমস্ত দেবগণের শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া যাঁহার মূর্ত্তিরূপে পরিণত এবং যিনি সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণের পূজনীয়া, আমরা ভক্তিসহকারে সেই অম্বিকাকে প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাদের মঙ্গল সম্পাদন করুন।

যস্যা প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥৩

ভগবান্ অনন্ত দেব, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যাঁহার প্রভাব ও বলের বর্ণন করিতে সমর্থ হন না, সেই চণ্ডিকা দেবী সমুদায় জগতের পরিপালনের নিমিত্ত এবং অমঙ্গল ও ভয়ের বিনাশের নিমিত্ত ইচ্ছা করুন।

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥৪

যিনি পূণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে সম্পৎস্বরূপা (সাক্ষাৎ শ্রী), যিনি পাপীদিগের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা, যিনি অশেষ শাস্ত্রপাঠে নির্ম্মলান্তঃকরণদিগের হৃদয়ে বুদ্ধিস্বরূপা, যিনি

স্বচরিত্রদিগের শ্রদ্ধাস্বরূপা এবং যিনি শুদ্ধবংশোদ্ভবদিগের লজ্জাস্বরূপা,– আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি; হে দেবি! তুমি বিশ্বের পরিপালন কর।

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্য্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্ব্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥৫

তোমার এই প্রকার অচিন্ত্য রূপ, আমরা কেমনে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব! হে দেবি! তোমার অসুরক্ষয়কারী অপরিমিত বীর্য্য এবং অসুর ও দেবগণের প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে সেই সকল অত্যুদ্ভুত ব্যবহারই বা আমরা কি প্রকারে বর্ণন করিব?

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥৬

হে দেবি! তুমি বিকার-রহিত আদ্যা প্রকৃতি; অথচ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাত্মিকা হইয়াও জগতের হেতুভূতা। রাগদ্বেষাদিযুক্ত বিষ্ণু মহেশ্বরাদিও তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না। হে দেবি! তুমি অপারা এবং সকল পদার্থেরই আশ্রয়স্বরূপা। এই জগৎ তোমারই অংশভূত।

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥৭

হে দেবি! সকল যজ্ঞেই তোমার নামোচ্চারণ করিলে সমস্ত দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন; যেহেতু তুমিই দেব ও ঋষিগণের তৃপ্তিজনক স্বাহা ও স্বধাস্বরূপা বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাক।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।

মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥৮

হে দেবি! তোমার বৃহদুপাসনার বিষয় অচিন্ত্য এবং বশীকৃতেন্দ্রিয় (যারা ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন), তত্ত্বসার ও দোষশূন্য মোক্ষার্থী মুনিগণ তোমাকে মুক্তির কারণ বলিয়া অভ্যাস করিয়া থাকেন। হে দেবি! অতএব তুমি ভগবতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা মোক্ষবিদ্যা।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্ যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী॥৯

হে দেবি! তুমি শব্দময় বেদত্রয়স্বরূপা এবং প্রণবযুক্ত মনোহর পদপাঠশালী ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের আশ্রয়স্বরূপা। তুমি দেবী সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তা, তুমি সংসারের জীবনরক্ষার নিমিত্ত কৃষিস্বরূপা। হে দেবি! তুমিই নিখিল জগতের বিষম পীড়ার বিনাশকারিণী।

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥১০

হে দেবি! তুমি বুদ্ধিস্বরূপা; কারণ, সকল শাস্ত্রের সারই তোমার জ্ঞাত! হে দেবি! তুমি দুর্গা; কারণ, তুমি দুর্গম ভবসাগরে অদ্বিতীয় নৌকাস্বরূপা। তুমি মধুকৈটভারি নারায়ণের একমাত্র হৃদয়াধিবাসিনী লক্ষী এবং তুমিই মহাদেবের উৎকর্ষকারিণী গৌরী।

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥১১

হে দেবি! তথাপি তোমার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র-বিম্বানুকারী (পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্বের মত), সুবর্ণকান্তি এবং মনোহর মুখ দেখিয়াও যে মহিষাসুর ক্রোধপুরঃসর

(ক্রোধ সহকারে অর্থাৎ রেগে গিয়ে) অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাই অতি আশ্চর্য্য।

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥১২

তোমার কুপিত, ভ্রুকুটী-ভীষণ, উদয়কালীন শশাঙ্কসদৃশ ঈষৎ লোহিতচ্ছবি বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ মাত্রেই (চাঁদ ওঠার ঠিক মূহুর্তে যেমন একটু লালচে দেখতে লাগে, সেইরকম তোমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল এবং তা দেখে) যে মহিষাসুর প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কুপিত অন্তককে (যমকে) দেখিয়া কেই বা বাঁচিয়া থাকিতে পারে?

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কূলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥ ১৩

হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও। তুমি পরমা ও মঙ্গলের জন্যই সমুৎপন্না (উদ্ভুত হয়েছ)। হে দেবি! তুমি কোপ করিলে সকলই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া থাক, ইহা এখনই জানা গেল। যেহেতু মহিষাসুরের এই অতি মহৎ সৈন্য ও তাহাকে তুমি বিনাশ করিলে।

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৪

হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হইয়া যাহাদিগকে অভ্যুদয় প্রদান কর (যাদের উত্থান ঘটাও), তাহারাই দেশে পূজিত হয়, তাহাদিগেরই ধন ও যশঃসমূহ সঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহাদেরই ধর্ম্মবর্গ অবসন্ন হয় না, তাহারাই ধন্য এবং তাহাদিগেরই পুত্র পত্নী ও ভৃত্যবর্গ উদ্বেগহীন।

ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥১৫

হে দেবি! তোমার প্রসাদেই পুণ্যশালী ব্যক্তিগণ প্রতিদিনই অতি আদরের সহিত ধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পরে তোমার অনুগ্রহেই স্বর্গে গমন করেন; অতএব হে দেবি! তুমি লোকত্রয়েরই ফল প্রদান করিয়া থাক।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥১৬

হে দেবি! তুমি দুর্গত জন্তুগণ কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া তাহাদের ভয় হরণ কর (অর্থাৎ যেকোন প্রাণী যদি তোমায় স্মরণ করে তুমি তাদের ভয় দূর কর) এবং সুস্থব্যক্তিগণ তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি তাহাদের মঙ্গলজনিকা বুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্যদুঃখ-ভয়-হারিণি! তুমি ভিন্ন আর কাহার চিত্ত সকলের উপকারের জন্য সর্ব্বদা আর্দ্র রহিয়াছে?

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥১৭

এই সকল অসুর মৃত হইলে জগৎ সুখলাভ করিবে এবং অসুরেরা চিরকাল নরক-জনক পাপ করে, করুক, কিন্তু ‘সংগ্রামমৃত্যুলাভ করিয়া ইহারা স্বর্গে প্রয়াণ করুক’ হে দেবি! এই মনে করিয়াই নিশ্চয় তুমি শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাক।

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী॥ ১৮

দৃষ্টি মাত্রেই অসুরগণকে কি ভস্ম করিতে পারিতে না? তবে 'রিপুগণও শস্ত্রপূত হইয়া স্বর্গে গমন করুক' কেবল এই ভাবিয়াই সেই সকল শত্রুগণের প্রতি শস্ত্র-প্রয়োগ করিয়াছ। মৃত অসুরগণেরও উপকারের জন্য তোমার যে এবম্প্রকার (এই প্রকার) মতি, তাহা অতি সাধ্বী, সন্দেহ নাই।

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দ্রখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ॥১৯

হে দেবি! উগ্র খড়্গপ্রভা-সমূহের স্ফুরণে এবং শূলাগ্রের দীপ্তিসমূহে সেই অসুরগণের চক্ষু সকল যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে; কেবল তোমার জ্যোৎস্নাশালী চন্দ্রবিম্বসদৃশ বদন নিরীক্ষণেই তাহাদের নয়ন অতি শীতল ছিল।

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥২০

হে দেবি! তোমার স্বভাব দুর্ব্বৃত্তদিগের অসচ্চরিত্রের প্রশমনকারী এবং তোমার রূপ তুলনারহিত ও চিন্তার অবিষয় (যা চিন্তা করা যায় না)। হে দেবি! তোমার বীর্য্য, দেব-পরাক্রমহারী অসুরগণের বিনাশক। এই প্রকারে শত্রুগণের উপরও তোমার কৃপা স্পষ্টীকৃত হইতেছে (স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে)।

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট্বা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥২১

হে দেবি! কাহার সহিত তোমার এই পরাক্রমের তুলনা হয়? তোমার রূপ শত্রু-ভয়কারী (শত্রুর মনে ভয়ের জন্ম দেয়) অতি মনোহর। এমন রূপ স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা পাতালে আর

কাহার আছে? হে বরদে (যিনি বরদান করেন বা আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ করেন তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে) দেবি! ভুবনত্রয়মধ্যে তোমারই চিত্তে একত্রে দয়া ও সমর-নিষ্ঠুরতা দেখা যায়; আর কোথাও নাই।

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্দ্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥২২

হে দেবি! শত্রু বিনাশ করিয়া তুমি ত্রিভুবনের ত্রাণ করিলে, রণক্ষেত্রে সেই শত্রুগণকে বিনাশ করত স্বর্গ প্রদান করিলে এবং আমাদেরও উন্মদ-অসুর জন্য ভয় দূর হইল। অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার।

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘন্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিস্বনেন চ॥২৩

হে দেবি! আমাদিগকে শূল দ্বারা রক্ষা কর। হে অম্বিকে! আমাদিগকে খড়্গ দ্বারা রক্ষা কর। হে দেবি! ঘন্টা ও ধনুর্জ্জ্যা-শব্দে (ধনুকের গুণ বা ছিলার টংকার ধ্বনি) আমাদিগকে রক্ষা কর।

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥২৪

হে চণ্ডিকে! স্বকীয় শূল ভ্রামণ করত আমাদিগকে পূর্ব্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে রক্ষা কর।

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥২৫

হে ঈশ্বরী! তোমার যে সকল সৌম্য রূপ এবং যে সকল সাতিশয় ভয়ঙ্করস্বরূপ ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছে, সেই সকল রূপে তুমি আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর।

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ব্বতঃ॥২৬

হে অম্বিকে! ত্বদীয় (তোমার) করপল্লবে (হাতে) খড়্গ-শূল-গদাদি যে সকল অস্ত্র রহিয়াছে, সেই সকল অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদিকে রক্ষা কর।

—

তৃতীয় স্তব

শুম্ভ নিশুম্ভ কর্ত্তৃক স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তব (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫.৭-৩৬)

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ॥৭

দেবীকে নমস্কার, মহাদেবীকে নমস্কার, শিবাকে (শিবপত্নীকে অর্থাৎ দুর্গাকে বা ভবানীকে) সর্ব্বদা নমস্কার। প্রকৃতিকে নমস্কার, ভদ্রাকে নমস্কার; আমরা সংযত হইয়া সেই দেবীকে নমস্কার করি। রৌদ্রাকে (যিনি রুদ্ররূপিণী তাকে) নমস্কার। নিত্যা, গৌরী এবং ধাত্রীকে নমস্কার।

জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ॥৮

সেই প্রকাশরূপা, চন্দ্ররূপা, এবং পরমানন্দরূপা দেবীকে সতত নমস্কার করি। কল্যাণী ও বুদ্ধিরূপা দেবীকে নমস্কার। সিদ্ধিরূপা দেবীকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।

নৈর্ঋতৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ সর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥৯

নৈর্ঋতি-স্বরূপা (অলক্ষ্মী বা সংহাররূপিণী) দেবীকে নমস্কার; ভূপতিদিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপা দেবীকে নমস্কার। সর্ব্বাণীস্বরূপা তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥১০

দুর্গা, দুর্গপারা (দুর্গত ব্যক্তিদের যিনি উদ্ধার করেন), সারা (সার বা শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপা) সর্ব্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধুম্রাস্বরূপ দেবীকে আমরা সতত নমস্কার করি।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥১১

যিনি অতিসৌম্যা (অত্যন্ত সুন্দরী) অথচ অতিরৌদ্রা (ভীষণ রুদ্ররূপিণী), সেই দেবীকে অতি বিনত হইয়া আমরা বারংবার নমস্কার করি। জগতের প্রতিষ্ঠারূপা (এই জগতের প্রাণশক্তি অর্থাৎ এই জগৎ যাতে প্রতিষ্ঠিত সেই) দেবীকে নমস্কার, কৃতিস্বরূপা দেবীকে নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতাঃ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১২

যে দেবী নিখিল প্রাণিনিবহে (প্রাণীসমূহে বা সকল প্রাণীতে) বিষ্ণুমায়া বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই দেবীকে বারংবার নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৩

যে দেবী নিখিল প্রাণিসমূহে চেতনারূপে অভিহিতা, সেই দেবীকে ভূয়োভূয়ঃ (পুনঃপুনঃ) নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৪

যে দেবী নিখিল প্রাণিনিবহে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৫

যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই নিদ্রারূপে স্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৬

যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই ক্ষুধারূপে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৭

যে দেবী নিখিল (সমস্ত বা সমুদয়) ভূতেই (দ্রব্যে, পদার্থে, উপাদানে বা বস্তুতে) ছায়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৮

যে দেবী নিখিল ভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥১৯

যে দেবী নিখিল প্রাণীতেই তৃষ্ণারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২০

যে দেবী সকল প্রাণীতে ক্ষমারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২১

যে দেবী সকল প্রাণীতে জাতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২২

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে লজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৩

যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৪

যে দেবী নিখিল প্রাণীসমূহে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৫

যে দেবী সর্ব্বভূতে শোভারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৬

যে দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৭

যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতেই জীবিকারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৮

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে স্মৃতি-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥২৯

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে দয়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩০

যে দেবী সর্ব্বপ্রাণীতেই সন্তোষরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩১

যে দেবী সকল ভূতেই মাতৃস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩২

যে দেবী নিখিল প্রাণীতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥৩৩

যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রী এবং যিনি অখিল ভূতনিবহে ব্যাপ্তিরূপে বিদ্যমানা, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥৩৪

যিনি চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগৎকে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সেই দেবীকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥৩৫
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥৩৬

পূর্ব্বে আমরা অভীষ্ট লাভ করিয়া যাঁহাকে স্তব করিয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার বহুদিন সেবা করিয়াছেন এবং যিনি মঙ্গলসমূহের কারণ; প্রচণ্ড দৈত্যপীড়িত হইয়া আমরা এক্ষণে যে ঈশ্বরীকে নমস্কার করিতেছি; ভক্তিবিনম্রশরীর হইয়া আমরা স্মরণ করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ্ বিনষ্ট করেন, সেই ঈশ্বরী দেবী আমাদের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করুন এবং বিপত্তি সকল বিনাশ করুন।

—

চতুর্থ স্তব

শুম্ভ নিহত হলে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীবন্দনা (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১.২-৩৪)

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥২

হে শরণাগত-দুঃখহরে দেবি! প্রসন্না হও; হে অখিল-জগজ্জননি! প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি! প্রসন্না হও; তুমি বিশ্বকে রক্ষা কর। হে দেবি! তুমিই চরাচর বিশ্বের ঈশ্বরী। ২

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥ ৩

হে দেবি! তুমি জগতের অদ্বিতীয় আধারস্বরূপা; যেহেতু মহীস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছ। হে দেবি! তুমি জলস্বরূপে অবস্থান করত এই সকল বিশ্বের তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছ। দেবি! তোমার বীর্য্য অলঙ্ঘনীয়। ৩

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি হেতুঃ॥ ৪

হে দেবি! তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী-শক্তি, তুমি সংসারের হেতুভূতা পরমা মায়া; তুমি সমস্ত বিশ্বকেই সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। হে দেবি! পৃথিবীতে তুমিই প্রসন্না হইয়া মুক্তির হেতু হও। ৪

বিদ্যাঃ প্রমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥ ৫

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যাই তোমার মূর্ত্তিবিশেষ; হে জননী! তুমি একাই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ। হে দেবি! অধিক আর কি বলিব, তুমিই স্তব্যগণের শ্রেষ্ঠা। ৫

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।

ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৬

তুমি সর্ব্বভূতস্বরূপে বিদ্যমানা, তুমি স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদান করিয়া থাক বলিয়া তোমার স্তব করি; কিন্তু দেবি! তোমার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের স্তব করিতে গেলে কোন্ উক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে? কিছুই না। কারণ তোমার গুণ নাই, নির্গুণের গুণকীর্ত্তনরূপ স্তব কি প্রকারে সম্ভবে? ৬

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ৭

তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছ! হে স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী! হে দেবি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। ৭

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ৮

হে বিশ্ববিনাশসমর্থে! তুমি কলা ও কাষ্ঠাদিরূপে জগতের পরিণাম বিধান করিয়া থাক। হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। ৮

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ৯

হে সর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যে (সমুদায় মঙ্গলস্বরূপা)! হে শিবে (পরমকল্যাণরূপিণী)! হে সর্ব্বার্থসাধিকে (সর্ব্বার্থসাধিনী)! হে শরণ্যে (সকলের রক্ষাকারিণী)! হে ত্র্যম্বিকে (ত্রিলোচনী)! হে গৌরি! হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। ৯

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১০

হে সনাতনি! হে গুণাশ্রয়ে! হে গুণময়ে! হে নারায়ণি! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তিস্বরূপা; তোমাকে নমস্কার। ১০

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১

হে দেবি! হে নারায়ণি! তুমি শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণকারিণী এবং সকলের দুঃখহারিণী; তোমাকে নমস্কার। ১১

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণী।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২

হে দেবি! নারায়ণি! তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে কুশাভিমন্ত্রিত জল সেচন করিয়াছ; তোমাকে নমস্কার। ১২

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩

হে নারায়ণি! তুমি মহেশ্বরীরূপে মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র ও নাগভূষণে ভূষিত হইয়া ত্রিশূল ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৩

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৪

হে অনঘে (নিষ্পাপ)! হে নারায়ণি! তুমি কৌমারী রূপ ধারণপূর্ব্বক ময়ূর ও কুক্কুট (মোরগ বা মুরগি) গণে পরিবৃত হইয়া মহাশক্তি ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৪

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদবৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৫

হে নারায়ণি! তুমি বৈষ্ণবী শক্তিরূপে রণস্থলে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গধনু (বিষ্ণুর ধনুক) রূপ মহাস্ত্রনিচয় ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রসন্না হও। ১৫

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৬

হে শিবে! হে নারায়ণি! তুমিই মহাবরাহরূপে জলমগ্না বসুন্ধরাকে পাতালতল হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রচণ্ড মহাচক্র ধারণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৬

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১৭

হে নারায়ণি! তুমি ভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপে দৈত্যগণের বধে উদ্যত হইয়া ত্রৈলোক্য ত্রাণ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৭

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১৮

হে নারায়ণি! তুমি ঐন্দ্রীয় শক্তিরূপে কিরীটোদ্ভাসিত মৌলী (মুকুটধারী) ও সহস্রনয়ন-শোভিতা হইয়া মহাবজ্র ধারণপূর্ব্বক বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৮

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ১৯

হে নারায়ণি! তুমি শিবদূতী স্বরূপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া উৎকট নিনাদ (গর্জন) দ্বারাই দৈত্যগণের মহতী সেনা বিনাশ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ১৯

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ২০

হে নারায়ণি! তুমি দংষ্ট্রাকরালবদনা (বড় ও ভয়ঙ্কর দাঁত ও ভীতিজনক মুখবিশিষ্টা) চামুণ্ডারূপে শিরোমালা দ্বারা বিভূষিতা হইয়াছিলে এবং চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলে; তোমাকে নমস্কার। ২০

লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোহস্তু তে॥ ২১

হে নারায়ণি! তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি-স্বরূপা; তুমি ধ্রুবা (নিত্যা); তোমাকে নমস্কার। ২১

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২২

হে নারায়ণি! তুমিই মেধা, সরস্বতী, শ্রেষ্ঠা, বাভ্রবী (দুর্গা), ভূতি (বিভূতি, আটটি ঐশ্বর্য যথা অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিতা, বশিতা ও কামাবশায়িতা) ও তামসী; তোমাকে নমস্কার। ২২

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২৩

হে নিয়তে! হে ঈশে! তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সকলের ঈশ্বরী এবং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা; অতএব আমাদিগকে ভয়সমূহ হইতে রক্ষা কর। হে দুর্গে! হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। ২৩

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥ ২৪

হে কাত্যায়নী! তোমার এই লোচনত্রয়-ভূষিত সৌম্য বদন, সকল ভূত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক; হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। ২৪

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥ ২৫

হে ভদ্রকালী! তোমার এই যে ত্রিশূল স্বভাবতই নিতান্ত প্রচণ্ড; তাহার উপর আবার শিখাসমূহ সমুদ্গত হওয়াতে, আরও ভয়ঙ্কর হইয়াছে; তুমি ইহা দ্বারা অশেষ অসুর সংহার করিয়াছ। এই ত্রিশূল আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক; তোমাকে নমস্কার। ২৫

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘন্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যো নঃ সুতানিব॥ ২৬

শব্দ দ্বারা সমুদয় জগৎ আপূরণপূর্ব্বক যে ঘন্টা দৈত্যতেজঃসমূহের বিনাশ করে, তোমার সেই ঘন্টা পুত্রের ন্যায় আমাদিগকে প্রতিকূল জন হইতে রক্ষা করুক; হে চণ্ডিকে! আমরা তোমাকে নমস্কার করি। ২৬

অসুরাসৃগ্বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৭

অসুরসমূহের রক্ত ও বসারূপ (মেদরূপ) পঙ্ক দ্বারা চর্চ্চিত ত্বদীয় হস্তশোভন খড়্গ আমাদিগের মঙ্গল করুক! ২৭

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ২৮

হে দেবি! তুমি তুষ্টা হইয়া অশেষ রোগ সকল বিনাশ কর এবং রুষ্টা হইলে সকল অভিলষিত প্রিয় অপহরণ কর। হে দেবি! তোমার আশ্রিত মনুষ্যগণের বিপদ্ থাকে না এবং তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারা সকলের আশ্রয়স্বরূপ হয়। ২৮

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ ২৯

হে দেবি অম্বিকে! তুমি নানারূপে বহুপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মদ্বেষ্টা মহাসুরগণকে এই প্রকার যে বিনাশ করিলে, ইহা আর কে করিতে পারে? ২৯

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩০

হে দেবি! তোমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি এই বিশ্বকে বিদ্যাসমূহে, শাস্ত্রসমূহে, বিবেকপ্রদীপে, আদ্যবাক্যসমূহে (বেদাদিগ্রন্থে) অথবা অতি মহান্ধকারে মমত্ব-গর্ত্তে ভ্রমণ করাইতে পারে? ৩০

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩১

হে দেবি! যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে সর্পগণ, যেখানে শত্রুবর্গ, যেখানে দস্যুবল সমূহ ও যেখানে দাবানল, তুমি সেইখানে সেইখানেই এবং সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। ৩১

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩২

হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরী; যেহেতু এই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছ। তুমি বিশ্বাত্মিকা; যেহেতু এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ। হে দেবি! তুমি বিশ্বেশ্বরগণেরও বন্দনীয়া; কারণ যে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিশ্বের আশ্রয়, তাঁহারাও তোমার প্রতি ভক্তি-নম্র হইতেছেন এবং যে সকল জন তোমার প্রতি ভক্তি-নম্র হন, তাঁহারও বিশ্বের আশ্রয় হন। ৩২

দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতের্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৩

হে দেবি! প্রসন্না হও; যেমন অসুর বধ দ্বারা এক্ষণে রক্ষা করিলে, সেইরূপ আমাদিগকে অরিভয় (শত্রুভয়) হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর! হে দেবি! এই রূপে সদ্যঃ সকল জগতের পাপগণ ও উৎপাতপরিণাম-জনিত মহোপসর্গ (উল্কাপাত প্রভৃতি) সকলকে প্রশান্ত কর। ৩৩

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৪

হে বিশ্বার্ত্তিহারিণী (বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ সন্তাপ যিনি হরণ করিয়া থাকেন) দেবি! প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ত্রৈলোক্যবাসিনী -পূজনীয়ে! লোকসমূহের বরদা হও (লোকেদের বরদান কর)। ৩৪

—

দেবীসূক্ত

ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ১২৫তম সূক্ত

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥১

[বাগ্দেবীর উক্তি]—আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সাথে বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাগণের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদ্বয়কে অবলম্বন করি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥২

যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়নের দ্বারা উৎপন্ন হন, আমিই তাঁকে ধারণ করি; আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করে দেবতাগণকে উত্তমভাবে সন্তুষ্ট করে, আমিই তাকে ধন দান করি।

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥৩

আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করেছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই হেন আমাকে দেবতাগণ নানা স্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥৪

যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, কথা শ্রবণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমার সহায়তাতে সেইসকল কার্য করেন। আমাকে যারা মান্য করে না, তারা ক্ষয় হয়ে যায়। হে বিদ্বান্! শ্রবণ কর; আমি যা বলছি, তা শ্রদ্ধার যোগ্য।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥৫

দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণ যাঁর শরণাগত হয়, তাঁর বিষয় আমিই উপদেশ প্রদান করি। যাকে ইচ্ছা, আমি বলবান্ অথবা স্তোতা অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান্ করতে পারি।

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ॥৬

রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন, তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হয়ে আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥৭

আমি পিতা আকাশকে প্রসব করেছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই, আপন উন্নত দেহের দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি।

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব॥৮

আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করতে করতে বায়ুর মতো বহমান হই। আমার মহিমা এমন বৃহৎ হয়েছে যে, দ্যুলোককেও অতিক্রম করেছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করেছে ।

—